প্রকাশনার ৮৬ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৪ ❖ ১ - ৭ জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

প্রভু যিশুর নিবেদন পর্ব : ২ ফেব্রুয়ারি

উৎসর্গীকৃত জীবনব্রতীদের জন্য প্রার্থনা দিবস

নিবেদিত জীবন: ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ

খ্রিস্ট মণ্ডলীতে নিবেদিত জীবনের মাহাত্ম্য

আগের দিনের মা ও বর্তমানকালের মা

বিনম্র শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় স্মরি তোমায়

অনন্তলোকে দ্বিতীয় বছর

স্বর্গীয় অমল ইনোসেন্ট কস্তা

জন্ম : ৪ঠা মে, ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দ

মৃত্যু : ৩০ জানুয়ারি, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

প্রিয় বাবা,

আজ দুই বছর হয়ে গেল তুমি আমাদের ছেড়ে অনেক দূরে চলে গেছো। এই দুইটি বছর, একটা মুহূর্তও এমন যায়নি যখন তোমাকে মনে পড়েনি। প্রতিটা নিঃশ্বাসে, প্রতিটা কাজে, প্রতিটা স্বপ্নে শুধু তোমাকে খুঁজেছি।

বাবা, তুমি হয়তো জানো না, কিন্তু আমরা তোমাকে কতটা ভালোবাসতাম। হয়তো কখনো মুখে বলা হয়নি, কিন্তু আমাদের হৃদয়ে সবসময় তোমার স্থান ছিল সবার উপরে। তুমি ছিলে আমাদের আশ্রয়, আমাদের শক্তি, আমাদের পথপ্রদর্শক। তোমার সেই স্নেহমাখা হাসি, তোমার সেই শান্তশিষ্ট স্বভাব, আর তোমার সেই ভরসা দেওয়ার মতো কথাগুলো আজও কানে বাজে। মনে হয় যেন এইতো সেদিন তুমি আমাদের সাথে ছিলে। বিশ্বাস হয় না যে তুমি আর আমাদের মাঝে নেই। বাবা, তুমি যেখানেই থাকো, ভালো থেকো। আমরা সবাই তোমাকে খুব মিস করি। তোমার স্মৃতি আমাদের অন্তরে সবসময় অমলিন থাকবে। তোমার দেখানো পথ ধরেই আমরা এগিয়ে যাব, এটাই আমাদের প্রতিজ্ঞা।

তোমার স্নেহের স্ত্রী, সন্তানেরা ও নাতি-নাতনিরা

স্ত্রী: পারুল কস্তা

ছেলে: সুমন কস্তা, সুজন কস্তা ও সুরেন কস্তা

মেয়ে : সুমা কস্তা

নাতি-নাতনি : মহিমা, স্কারলেট, স্কারলিওন, শার্লট ও ক্লভিস

গ্রাম: ছোট সাতানী পাড়া

পো: অ: রাঙ্গামাটিয়া, কালীগঞ্জ, গাজীপুর

বিজ্ঞ/১৯/২০২৬

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৬, সংখ্যা : ০৪
০১ ফেব্রুয়ারি - ০৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ
১৮ মাঘ - ২৪ মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
নব কস্তা
বিশাল এভারিশ পেরেরা
জেভিয়ার রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org
মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

নিবেদিত জীবনের সৌন্দর্য

উৎসর্গীকৃত নিবেদিত জীবন হঠাৎ সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনো বিষয় নয়; কিন্তু এটি একটি দীর্ঘ, প্রার্থনাময় ও সচেতন পথচলা। যে পথের শুরু একটি গভীর আহ্বান থেকে-যেখানে মানুষ নিজের ইচ্ছা, স্বপ্ন ও নিরাপত্তার গণ্ডি ছাড়িয়ে ঈশ্বর ও মানুষের সেবায় নিজেকে সমর্পণ করতে শেখে। উৎসর্গীকৃত জীবনে পথচলা মানে বিশ্বাসে, ভালোবাসায় এবং সেবায় প্রতিদিন নতুন করে 'হ্যাঁ' বলা।

এই জীবনের কেন্দ্রে মূলত রয়েছে আত্মত্যাগ। যিনি উৎসর্গীকৃত জীবন গ্রহণ করেন, তিনি আর নিজের জন্য বাঁচেন না; বরং অন্যের জন্য, সমাজের জন্য এবং সর্বোপরি ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণের জন্য বাঁচতে শেখেন। এই আত্মদান সহজ নয়। এটি ত্যাগ দাবি করে–ব্যক্তিগত আরাম, পারিবারিক বন্ধন, এমনকি নিজের পরিকল্পনাকেও কখনো কখনো বাদ দিতে হয়। তবুও এই ত্যাগ শূন্যতা আনে না; বরং এনে দেয় গভীর আনন্দ ও অর্থপূর্ণ জীবন। তাই নিবেদিত জীবন সমাজ ও মণ্ডলীর জন্য এক আশীর্বাদ। প্রার্থনা ও নীরব সেবায় গাঁথা এই জীবনধারা আমাদের মনে করিয়ে দেয় - জীবনের প্রকৃত সৌন্দর্য বাহ্যিক সাফল্যে নয়, বরং আত্মত্যাগে। যিশুর মতো হয়ে ওঠা এবং তাঁর সেবাকাজে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করাই একজন সন্ন্যাসব্রতীর কাঙ্ক্ষিত জীবনাবস্থা।

উৎসর্গীকৃত জীবনের পথচলায় প্রার্থনা এক অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী। প্রার্থনা ছাড়া এই পথ ক্লান্তিকর ও দিশাহীন হয়ে পড়ে। নীরব প্রার্থনায় উৎসর্গীকৃত জীবনব্রতীরা শক্তি লাভ করেন, নিজেদের দুর্বলতা বুঝতে শেখেন এবং নতুন সাহস নিয়ে এগিয়ে যান। এই প্রার্থনা তাদের বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে না; বরং বাস্তব জীবনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড়ানোর ক্ষমতা দেয়।

সেবা- নিবেদিত জীবনের আরেকটি উজ্জ্বল দিক। এই সেবা প্রায়ই নীরব, অদৃশ্য, কিন্তু গভীরভাবে কার্যকর। বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান, হাসপাতালে রোগীর পাশে থাকা, যুবাদের সাথে হাঁটা, সমাজের প্রান্তিক মানুষের সঙ্গে থাকা, সবখানেই সন্ন্যাসব্রতীরা যিশুর উপস্থিতি বহন করে। তারা প্রচারের আলো খোঁজে না; বরং ভালোবাসার সাক্ষ্য হয়ে ওঠে। যিশুর মতো হয়ে ওঠার এই প্রচেষ্টা তাদের দৈনন্দিন পরিশ্রমকে অর্থবহ করে তোলে।

তবে এই পথ সহজ নয়। উৎসর্গী জীবনব্রতীদের জীবনে চ্যালেঞ্জ ও কঠিনতা অনিবার্য। একাকীত্ব, ভুল বোঝাবুঝি, সামাজিক পরিবর্তনের চাপ, এমনকি নিজের দুর্বলতার সঙ্গে লড়াই- সবই তাদের নিত্যসঙ্গী। তবুও তারা থেমে যান না। কেননা তারা জানেন, ঐশ ডাকে সাড়া দেওয়া মানে কেবল সুবিধা বেছে নেওয়া নয়; বরং ক্রুশ বহন করে ভালোবাসার পথে এগিয়ে চলা। এই দৃঢ়তা আসে সেই বিশ্বাস থেকে যে, ঈশ্বর আমায় ডাকেন, তিনিই আমায় শক্তি দিবেন।

কঠিনতার মধ্যেও এগিয়ে চলার সাহসের মধ্যেই নিবেদিত জীবনের সৌন্দর্য। এই জীবন মানুষকে শেখায়, ফলপ্রসূতা সবসময় দৃশ্যমান সাফল্যে মাপা যায় না। অনেক সময় কারো কোমল ও দরদী উপস্থিতি, প্রার্থনাময় নীরবতা, অথবা নিঃস্বার্থ সেবার ছোট কাজ–এই সবই মানুষের জীবনে গভীর পরিবর্তন আনে। ছোট ছোট কাজের মধ্য দিয়ে যিশুকে অনেকের জীবনে পরিচয় করিয়ে দিয়ে সন্ন্যাসব্রতীরা নিজেদের জীবনকে সার্থক করে তোলেন। শুধু পোষাকে নয় জীবনাদর্শেই সন্ন্যাসব্রতীরা যিশুর মতো হয়ে ওঠে।

আজকের ভোগবাদী ও তাড়াহুড়োর পৃথিবীতে নিবেদিত জীবন এক নীরব প্রতিবাদ। এটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়– নিবেদিত মানুষ হওয়ার সৌন্দর্য দখলে নয়, দানে; প্রতিযোগিতায় নয়, সহভাগিতায়; শব্দে নয়, কর্মে। এই জীবনধারা নতুন প্রজন্মকে প্রশ্ন করে: আমরা কীসের জন্য বাঁচছি?

উৎসর্গীকৃত সন্ন্যাসব্রতীদের জন্য বিশ্ব প্রার্থনা দিবসে আমাদের সকলের জন্যই নিবেদিত জীবনের সৌন্দর্যকে নতুন করে আবিষ্কার করার আহ্বান রাখা হচ্ছে। সন্ন্যাসব্রতীদের জন্য প্রার্থনা করি, তাদের সংগ্রামে পাশে থাকি, এবং নিজেদের জীবনেও নিবেদন ও সেবার বীজ বুনি। কারণ নিবেদিত জীবন কেবল কিছু মানুষের আহ্বান নয়; এটি সকলের জন্য এক অনুপ্রেরণা-যেন আমরা সবাই, যে অবস্থানেই থাকি না কেন, ভালোবাসা ও সেবায় ফলপ্রসূ হয়ে উঠতে পারি। †

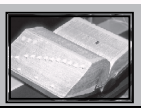

তোমরাই সুখী, লোকে যখন আমার জন্য তোমাদের নিন্দা ও নির্যাতন করে, এবং তোমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটায়। *(মথি ৫:১১)*

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

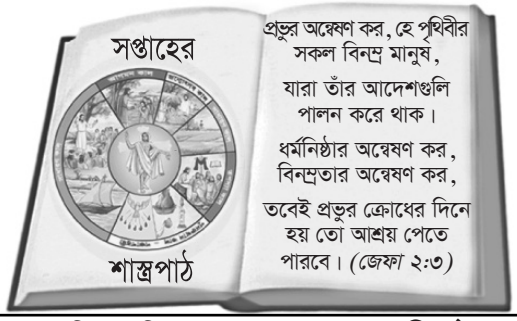

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ০১ ফেব্রুয়ারি - ০৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

০২ ফেব্রুয়ারি, রবিবার
সাধারণকালের ৪র্থ রবিবার *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৪)*
জেফ ২:৩--৩:১২-১৩, সাম ১৪৬: ৬-১০, ১ম করি ১: ২৬-৩১, মথি ৫:১-১২

০২ ফেব্রুয়ারি, সোমবার
সাধারণকালের ৪র্থ সপ্তাহ (প্রভু যীশুর নিবেদন, *পর্ব)*
মালা ৩: ১-৪ অথবা হিব্রু ২: ১৪-১৮, সাম ২৩: ৭-১০, লুক ২: ২২-৪০
(সংক্ষিপ্ত ২: ২২-৩২) বিশ্ব উৎসর্গীকৃত জীবনের জন্য বিশ্ব প্রার্থনা দিবস

০৩ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার
সাধারণকালের ৪র্থ সপ্তাহ
সাধু ব্লেইস, *বিশপ ও ধর্মশহীদ*, **সাধু অন্সগার,** *বিশপ*
২ সামু ১৮: ৯-১০, ১৪, ২৪-২৫, ৩১--১৯: ৩, সাম ৮৬: ১-৬, মার্ক ৫: ২১-৪৩

০৪ ফেব্রুয়ারি, বুধবার
সাধারণকালের ৪র্থ সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৪)*
২ সামু ২৪: ২, ৯-১৭, সাম ৩২: ১-২, ৫-৭, মার্ক ৬: ১-৬

০৫ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার
সাধারণকালের ৪র্থ সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৪)*
সাধ্বী আগাথা, কুমারী ও সাক্ষ্যমর, *স্মরণদিবস*
১ রাজা ২: ১-৪, ১০-১২, সাম ১ বংশ ২৯: ১০-১২, মার্ক ৬: ৭-১৩

০৬ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার
সাধারণকালের ৪র্থ সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৪)*
পল মিকি ও সঙ্গীগণ, ধর্মশহীদ, *স্মরণদিবস*
সিরা ৪৭: ২-১৩, সাম ১৮: ৩০, ৪৬, ৪৯-৫০, মার্ক ৬: ১৪-২৯

০৭ ফেব্রুয়ারি, শনিবার
১ রাজা ৩: ৪-১৩, সাম ১১৯: ৯-১৪, মার্ক ৬: ৩০-৩৪

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

০১ ফেব্রুয়ারি, রবিবার
+ ১৯৪৭ ব্রা. আব্রাহাম বেক (দিনাজপুর)
+ ১৯৬১ ফা. লুইস ফোনো, সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৯২ ফা. এডওয়ার্ড ম্যাসাট, সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০১ ফা. টেরেন্স ডি. কেনার্ক, সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০১ ফা. বার্টন্ড রড্রিকস (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৪ সি. এলেক্সিজ আর্সেনেল, সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০১০ ফা. জেরোম মানখিন (ময়মনসিংহ)
+ ২০১৭ ব্রা. জন রোজারিও, সিএসসি (ঢাকা)

০২ ফেব্রুয়ারি, সোমবার
+ ১৯৫৭ ব্রা. এলড্রিক যোসেফ ডেনিস, সিএসসি
+ ১৯৬৪ ফা. হেরল্ড ব্রিন, সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৭৪ ফা. অভিদিও নেভলনি, পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৮৯ ফা. লিও গমেজ (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৯৯ সি. ক্যাথেরিন ও 'সাল্লিভ্যান, আরএনডিএম
+ ২০১৬ সি. মেরী ক্লেয়ার, পিসিপিএ

০৩ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার
+ ১৯৮৮ ফা. এন্ড্রু সার্ভেট, ওএমআই (ঢাকা)
+ ২০০৩ সি. মেরী এলজিয়ার, আরএনডিএম (ঢাকা)
+ ২০২৪ সি. ভেরোনিকা গনসালভেস, ওএসএল

০৪ ফেব্রুয়ারি, বুধবার
+ ১৯৭৫ ফা. লিউনিদাস মোর, সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০৩ ফা. ফাউস্তিনো চেসকাতো, পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০৭ ফা. বিমল জে. রোজারিও, সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০২০ সি. আসোন্তা রোজারিও, সিআইসি (দিনাজপুর)
+ ২০২১ ফা. যোসেফ বিশোতো, সিএসসি (ঢাকা)

০৫ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৭৯ ফা. পাওলো কার্নেভালে, পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০৫ সি. ইলিয়া জানেত্তি, এসসি (দিনাজপুর)

০৬ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার
+ ২০১১ সি. আন্নামারীয়া রায়, এসসি (খুলনা)

০৭ ফেব্রুয়ারি, শনিবার
+ ১৯৬২ সি. এম. প্রাক্সেডো, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৯৬ সি. মারী ডি'লুর্ডস, এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ১৯৯৬ মারীয়া কার্ডিনাল, সিএসসি
+ ২০০৮ সি. মেরী ডরথী, পিসিপিএ (ময়মনসিংহ)

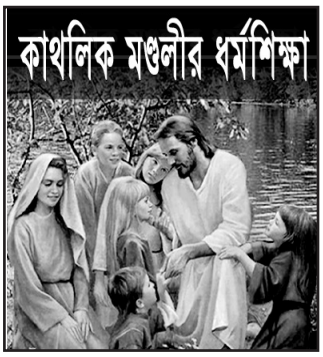

তুমি তোমার প্রভু ঈশ্বরকে ভালবাসবে

প্রতিজ্ঞা এবং ব্রতসমূহ

২১০১ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে খ্রীষ্টভক্তগণ ঈশ্বরের কাছে প্রতিজ্ঞা করার আহ্বান পায়। দীক্ষাস্নান, দৃঢ়ীকরণ, বিবাহ এবং বিভিন্ন পুণ্য পদাভিষেক সংস্কারের সঙ্গে প্রতিজ্ঞা সর্বদাই জড়িত। ব্যক্তিগত ভক্তি-সাধনায় খ্রীষ্টভক্তগণ ঈশ্বরের কাছে প্রতিজ্ঞা করতে পারে, যেমন নির্দিষ্ট প্রার্থনা, বিশেষ ভিক্ষাদান বা তীর্থযাত্রা, ইত্যাদি বিষয়ে প্রতিজ্ঞা। ঈশ্বরের কাছে করা প্রতিজ্ঞার প্রতি বিশ্বস্ততা হচ্ছে ঈশ্বর যিনি চিরবিশ্বস্ত তাঁর প্রতি ভালবাসা এবং পরাৎপর ঈশ্বরের প্রাপ্য শ্রদ্ধার চিহ্ন।

২১০২ ব্রত হচ্ছে ধর্মের কারণে ইচ্ছাকৃত ও স্বাধীনভাবে সম্ভাব্য এবং মহত্তর মঙ্গলের বিষয়ে ঈশ্বরের কাছে করা প্রতিজ্ঞা, যা অবশ্যই পূরণ করতে হবে।" ব্রত হচ্ছে এক ধরনের ভক্তি-অনুশীলন যার মাধ্যমে খ্রীষ্টভক্ত নিজেকে ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করে, অথবা তাঁর কাছে কিছু ভাল কাজ করার প্রতিজ্ঞা করে। ব্রত পালন ক'রে সে ঈশ্বরের কাছে যা প্রতিজ্ঞা বা উৎসর্গ করেছিল তা দান করে। শিষ্যচরিত পুস্তকে দেখা যায়, পল যে ব্রত করেছিলেন তা তিনি পূরণ করেছেন।

২১০৩ ব্রত পালনের মাধ্যমে সুসমাচারের সুমন্ত্রণাগুলো অনুশীলন করার যে একটি আদর্শস্থানীয় মূল্য আছে, তা খ্রীষ্টমণ্ডলী স্বীকার করে।

ধর্মের সামাজিক কর্তব্য এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার

২১০৪ "সত্যের অনুসন্ধান করতে, বিশেষভাবে ঈশ্বর ও তাঁর মণ্ডলীর বিষয়ে সত্যের অনুসন্ধান করতে, এবং জানার সঙ্গে সঙ্গে সেই সত্যকে আলিঙ্গন করতে ও তাতে স্থির থাকতে সবাই বাধ্য।" এই দায়িত্ব "মানব-ব্যক্তির মর্যাদার মধ্যেই নিহিত।" এই দায়িত্ব পালন বিভিন্ন ধর্মের প্রতি "অকপট শ্রদ্ধাবোধের" বিরুদ্ধে নয়, কেননা অনেক সময়ই "সত্যের যে-আলো সকল মানুষকেই উদ্ভাসিত করে, সেই আলো তাদের মধ্যে প্রতিফলিত।" এই দায়িত্ব সেই প্রেমের দাবিও ক্ষুণ্ন করে না, যে-প্রেম খ্রীষ্টভক্তদের প্রেষণা দেয় "যারা ভ্রান্ত মতবাদে বিশ্বাসী অথবা অজ্ঞতার অন্ধকারে পড়ে আছে তাদের প্রতি ভালবাসা, সুবিবেচনা ও ধৈর্য সহকারে আচরণ করতে।"

২১০৫ ব্যক্তিগতভাবে যেমন, সামাজিকভাবেও তেমনি মনেপ্রাণে ঈশ্বরের উপাসনা করা মানুষের দায়িত্ব। "এই সত্য-ই ধর্ম এবং খ্রীষ্টের একমাত্র মণ্ডলীর প্রতি ব্যক্তি ও সমাজের নৈতিক দায়িত্ব সম্পর্কে কাথলিক মণ্ডলীর পরম্পরাগত শিক্ষা।" প্রতিনিয়ত মঙ্গলবাণী ঘোষণা ক'রে খ্রীষ্টমণ্ডলী "মানবসমাজের বাস্তব পরিস্থিতিতে তাদের মন-মানসিকতা ও রীতি-নীতি, বিধি-নিষেধ ও সমাজ-কাঠামোকে খ্রীষ্টীয় মনোভাবের দ্বারা প্রভাবিত করতে তাদেরকে সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করে।" খ্রীষ্টানদের সামাজিক কর্তব্য হচ্ছে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সত্য এবং মঙ্গলের প্রতি শ্রদ্ধাভাব পোষণ করা ও প্রত্যেকের মধ্যে তার প্রতি ভালবাসা জাগিয়ে তোলা। প্রৈরিতিক কাথলিক মণ্ডলীতে এক সত্য ধর্মবিশ্বাসের উপাসনা যে নিহিত রয়েছে তা অপরের কাছে জানানো তাদের দায়িত্ব। খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা জগতের আলো হওয়ার জন্য আহূত। এভাবেই খ্রীষ্টমণ্ডলী সমস্ত সৃষ্টি এবং বিশেষভাবে মানব সমাজের উপর খ্রীষ্টের রাজত্বকে প্রকাশ করে।

২১০৬ "কাউকে তার প্রত্যয়ের বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য করানো যাবে না, অথবা কাউকে ব্যক্তিগত বা প্রকাশ্যে, একা বা সমষ্টিগতভাবে ধর্মীয় ব্যাপারে তার বিবেক অনুসারে কাজ করতে বাধা দেয়া যাবে না।" এই অধিকার মানবপ্রকৃতির উপর ভিত্তিশীল, যার মর্যাদা ঐশ সত্যের

প্রতি মানুষকে স্বেচ্ছায় সম্মতিদান করতে সক্ষম করে তোলে, যে সত্য জাগতিক অবস্থাকে ছাড়িয়ে যায়। এই কারণেই "সত্যের অনুসন্ধান ও সত্যের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার দায়িত্ব যারা পালন করে না, তাদের মধ্যেও তা অব্যাহতভাবে বিদ্যমান থাকে"।

নিবেদিত জীবন: ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ

ফাদার জনি হিউবার্ট গমেজ

দীক্ষাস্নানের গুণে আমরা প্রত্যেকজন ঐশ সন্তানই; ঈশ্বরের কাছে নিবেদিত। তবে মঙ্গলসমাচারের সুমন্ত্রণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কোন কোন পুরুষ বা নারী ভগবানকে অধিকতর ভালোবাসা ও পবিত্রতা অর্জনের একান্ত প্রয়াসে সংঘবদ্ধ হয়ে দরিদ্রতা, শুচিতা ও বাধ্যতার জীবনে নিজেদেরকে নিবেদন করে থাকেন। খ্রিস্টমণ্ডলী এ সকল আত্মোৎসর্গীকৃত পুরুষ ও নারীকে ব্রতধারী-ধারিণীর মর্যাদায় ভূষিত করে বাণীপ্রচার, সংস্কারীয় সেবা ও প্রৈরিতিক সেবা দায়িত্ব অর্পণ করে থাকে। নিবেদিত জীবনে প্রবেশকারীগণ যাজক কিংবা ব্রত গ্রহণকারী সাধারণ খ্রিস্টভক্ত রূপে নিজের সমস্ত-কিছু পরিত্যাগ করে খ্রিস্টকে অনুসরণ ও অনুকরণ করে থাকেন। তাই নিবেদিত বা ব্রতীয় জীবন হলো ঈশ্বরের প্রেম ও দয়ায় পরিপূর্ণ একটি জীবন। ব্রতধারী-ধারিণীগণ প্রত্যেকেই নিবেদিত ঈশ্বরের ভালোবাসা ও দয়ায় তরে, যেখানে কেবল নিজেকে নিংড়ে দেয়ার আড়ম্বর ও আনন্দ। উৎসর্গীকৃত জীবনে একজন যাজক ও ব্রতধারী-ধারিণী আত্মদানের তাড়নায় সুসমাচারীয় সুমন্ত্রণায় ভূষিত, সুসজ্জিত ও অলংকৃত যা তার জীবনের সৌন্দর্য, সেবাদানের পাথেয় ও সাধনার মন্ত্র। হয় তো এ জন্যই তার প্রস্ফুটিত জীবন এত বেশি সুরভিত ও মনোমুগ্ধকর। তিনি যে দরিদ্রতায় খ্রিস্টকেই বরণ করেছেন; শুচিতার মাল্য খ্রিস্টকে পরিয়েছেন এবং আপন ইচ্ছা খ্রিস্টেতে সমর্পণ করেছেন যেন তার জীবন হয়ে উঠে খ্রিস্টের জীবন, আর তিনি যেন হয়ে উঠেন খ্রিস্টময়। তাই তো সংসার ভ্রমর তার জীবনে হুল ফোটাতে পারে না, কারণ তিনি যে ভগবানের কাছে সম্পূর্ণ নিবেদিত–ধ্যানে, দানে ও গানে; তিনি একান্ত ভগবানেরই। তাই দয়া ও প্রেম সাধনই তার আয়োজন, অংশগ্রহণ ও আনন্দ, কেননা ঈশ্বরের দয়ায়ই যে তার এই নিবেদিত জীবন, এই আত্মগ্রহণ ও এই আত্মদান। ঐশ দয়ায়ই তার জীবন গ্রহণ, জীবন গঠন ও জীবন দান।

দরিদ্রতা ব্রত গ্রহণ কিন্তু রিক্ততা বরণ নয়। নিবেদিত জীবনে দরিদ্রতাই হলো একজন আত্মোৎসর্গীকৃত ব্যক্তির ঐশ্বর্য ও আড়ম্বর। তিনি কোন রকম আপসোস ছাড়াই জগতের সমস্ত উপঢৌকন ও পিছুটান নির্দ্বিধায় পায়ে ঠেলে দিতে পারেন কেবল যিশুকে একান্ত নিজের করে পাবেন বলে। তিনি খ্রিস্টের দরিদ্রতায় পর্যবসিত হন যেন তাঁরই প্রাচুর্যে বিকশিত হতে পারেন। জীবনস্বামী যিশুই তার চরম চাওয়া ও পরম পাওয়া, কিসে তার অভাব? আত্মধন যিশুই তার শর্তহীন ধন ও স্বার্থহীন সম্পদ, জগতের কোন সম্পত্তিই তাকে প্রলুব্ধ করতে পারে? তিনি জগতকে ছাড়তে পারেন বলেই স্বর্গরাজ্য তার কাছে ধরা দেয়। এ জন্যেই একজন খ্রিস্টাশ্রিত ব্যক্তি বাহ্যিক নিঃস্বতাকে আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধি মনে করেন। তিনি জগতের সকল মায়া ত্যাগ ও বন্ধন ছিন্ন করতে পারেন কেননা খ্রিস্টই তার কাছে সকল সার ও একমাত্র আরাধন।

কৌমার্য ব্রত কখনোই একজন নিবেদিত প্রাণকে নিষ্ফলা করে না। ব্রহ্মচারিতা দৈহিক বন্ধ্যাত্ব নয়, বরং আত্মিক উর্বরতা যা তাকে ঐশরিক অনুগ্রহে ফলশালী করে তোলে। একজন ব্রতধারী-ধারিণী সাত্ত্বিক আচার-আচরণের মধ্যদিয়ে আত্মিক জীবন যাপন করে থাকেন। তিনি দাম্পত্য জীবন সদ্বিচ্ছায় পরিহার করেন, কেননা নিবেদিত জীবনে যিশুই যে তার একমাত্র জীবনসঙ্গী। তাই তিনি ঐশদান কোন মানব সন্তান জন্ম দান করেন না, বরং মানব সন্তান যেন স্বর্গে জন্ম গ্রহণ করতে পারে সে জন্য তিনি নিঃশেষে আত্মনিয়োগ, আত্মত্যাগ ও আত্মদান করেন থাকেন। তিনি জগতে মানবজীবন না আনতে পারলেও স্বর্গে মানব সন্তানদের ঐশজীবন দানে ঈশ্বরের সাথে ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করে থাকেন। কৌমার্য তার সেবাকাজে প্রেমের চিহ্নস্বরূপ ও পৃথিবীতে আধ্যাত্মিক সফলতার উৎস। ঐশরাজ্যের জন্য চিরকৌমার্য পালন করার মধ্য দিয়ে একজন ব্রতধারী-ধারিণী নতুন ও মহত্তরভাবে খ্রিস্টের কাছে উৎসর্গকৃত হন।

বাধ্যতা ব্রত মানে অধিনস্ত হওয়া নয়, বরং স্বেচ্ছায় ঈশ্বরের ইচ্ছাকে স্বীয় জীবনে ধারণ করা। এ জীবনে একজন ব্রতধারী-ধারিণী স্বাধীন ইচ্ছায় আপন স্বাধীনতা ঈশ্বরের নিকট সঁপে দেন যেন সে ঈশ্বরের ইচ্ছায় পরিচালিত হতে পারে। তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছা পালনে সদা প্রস্তুত থাকেন। খ্রিস্টের খাঁটি সেবক হিসেবে তিনি নিজের দোষ সম্বন্ধে সচেতন এবং নম্রতা সহকারে সেবা-দায়িত্ব পালন করেন। তিনি পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় পরিচালিত হয়ে সকল মানুষের মুক্তি কামনায় ব্রতী হন। তিনি প্রাত্যহিক কর্ম-প্রচেষ্টায় নিজেকে নিঃসার্থভাবে সঁপে দেয়ার মাধ্যমে ঐশ অনুগ্রহ উপলব্ধি করেন। দায়িত্বপূর্ণ ও ইচ্ছাকৃত বাধ্যতায় তিনি খ্রিস্টেরই অনুরূপ হয়ে উঠেন।

আত্মোৎসর্গীকৃত জীবন কারো ইচ্ছা শক্তির ওপর নির্ভর করে না, কেননা ব্যক্তির অজস্র দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও ঈশ্বর তাকে বেছে নিয়েছেন। যিশুর সাথে একান্ত সম্পর্ক হতেই নিবেদিত জীবনে পথচলার শক্তি আসে। তাই নিবেদনকারী যাদের সেবা করে থাকেন অবশ্যই তাদের হৃদয়ের কাছে রাখবেন। প্রকৃতপক্ষে, গরীব-দুঃখী মানুষের সেবা করার মধ্য দিয়েই নিবেদিত জীবনের সৌন্দর্য ফুটে উঠে। তিনিই হবেন দয়ার সেবাকারী ও উদ্‌যাপনকারী। তিনি সহজ-সরল জীবন যাপন করবেন। আত্মোৎসর্গীকৃত ব্যক্তির জীবন হবে একটি সমন্বিত জীবন। তিনি হবেন ঐশ আশীর্বাদের উৎস ও নির্ঝর। তিনি বিনামূল্যে যা পেয়েছেন তা বিনামূল্যেই বিতরণ করবেন যেন সবাই ভগবানের দয়া, করুণা ও কৃপায় স্নাত ও সিক্ত হতে পারে।

স্বয়ং খ্রিস্টেই নিবেদিত জীবনের সূচনা, যৌবনের উন্মাদনা ও আত্মদানের প্রশান্তি। তাই আত্মোৎসর্গীকৃত জীবনে একজন ব্রতধারী-ধারিণী নিজের জন্য কিছুই ধরে রাখেন না, বরং বহু আত্মার নিমিত্তে নিজেকে নিঃশেষে দান করে থাকেন। তাই নিবেদিত জীবন হবে এমন এক পুণ্য ও পূর্ণ নির্যাস, যা আত্মার নিরাময় সাধন ও মুক্তি দানে ব্যয়িত হবে। ব্রতীয় জীবন যাপনকারী নিশ্চয় দম্ভের দোকান, আত্মপ্রচারের পোস্টার কিংবা ঈর্ষার ফেরিওয়ালা হবেন না, বরং তিনি হবেন আত্মার খাদ্য-পানীয়, প্রাণের স্পন্দন ও হৃদয়ের মানুষ। একজন নিবেদিত ব্যক্তির জীবন হবে জীবনদায়ী, কথা হবে হৃদয়গ্রাহী এবং উপস্থিতি হবে আশীর্বাদপূর্ণ। তিনি ধনী-গরীবের ভেদাভেদ বুঝবেন না, লাভ-ক্ষতির হিসাব-নিকাশ করবেন না, কিংবা সুযোগ-সুবিধার পক্ষপাত জানবেন না। তিনি হবেন সবার, আর সকলে হবে তার, যেখানে থাকবে সম্মান, সংহতি ও শান্তি এবং অনুতাপ, ক্ষমা ও মিলন। তিনি বলিদান নয়, বরং ক্ষমাই করবেন। ভগবানকে তিনি কখনো আপন ইচ্ছাতে পরিণত করবেন না, বরং ভগবানের উদ্দেশ্যে তিনি নিজেকে নিত্য উজার করে উৎসর্গ করবেন।

ব্রতীয় জীবনাহ্বান যেন ঐশ আহ্বান কুঞ্জে রোপিত একটি স্পর্শকাতর চারাগাছ, যা

বাড়িয়ে তুলতে ব্যক্তিকে খুব বেশি যত্নশীল হতে হয়। চারাগাছটি যখন বৃক্ষে পরিণত হয়, তখন গাছটি ফুলে সৌন্দর্যমণ্ডিত ও ফলে ঐশর্যশালী হয়ে উঠে। বৃক্ষটির ফুল ও মুকুল যেন কোনভাবেই ঝড়ে না পড়ে সে জন্যে তাকে কতই না ত্যাগস্বীকার ও আত্মত্যাগ করতে হয়। ফুল বিকশিত হয় ফলে, ফল পূর্ণতা পায় সুমিষ্টতায়, আর মিষ্টতা অর্থপূর্ণ ও সার্থক হয়ে উঠে যখন তা সকলের মঙ্গল ও কল্যাণ সাধনে নিবেদিত বা উৎসর্গীকৃত হয়। তাই এই নিবেদন নিজেকে রেখে দেয়া নয়, বরং নিজেকে নিঃশর্তে, নিঃস্বার্থে ও নিঃশেষে ছেড়ে দেয়া যেন সবাই একান্ত নিজের হতে পারে।

নিবেদিত জীবন-ফুল কোন স্বার্থপর ভ্রমরের জন্য নয়, বরং হৃদয়বান মৌমাছির নিমিত্তেই প্রস্ফুটিত হয়, কেননা ভ্রমর আত্মতৃপ্তি সাধনে ফুলে হুল ফুটিয়ে সৌন্দর্য বিনষ্ট করে, আর মৌমাছি ফুলের নির্যাস পান করে সুমিষ্ট মধু সৃষ্টি করে, যে মধু জীবন ও জগতকে মধুময় ও সুমধুর করে তোলে। ভ্রমর ফুলের বিশুদ্ধতা হরণ করে, আর মৌমাছি ফুলের মাহাত্মই শ্রীবৃদ্ধি করে। তাই নিবেদিত জীবনে ব্যক্তিকে বিশ্বসৃষ্টির মঙ্গল ও কল্যাণ সাধনেই আপন শক্তি, মেধা ও শ্রম নিংড়ে দিতে হয়। যে ভক্তগণের জীবনে এই মঙ্গলময়তা বর্ষিত হবে, তাদের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হবে ভগবানের মন্দির, যে মন্দিরে ভক্ত সমস্ত মন, প্রাণ ও অন্তর দিয়ে অনুক্ষণ ভগবানের পূজা ও অর্চনা করবে। এই পূজার্চনা হবে প্রেম ও দয়ায় মোড়ানো নিজেকে ঢেলে দেয়ার অর্ঘ্য, যা জীবন সঞ্চারী ও জীবনদায়ী।

অত্মোৎসর্গীকৃত ব্যক্তিকে মনে রাখতে হয় যে নিবেদিত জীবন কোন বৃত্তি নয়, বরং একটি জীবন পন্থা, যা নিত্য যাপন করতে হয়। তিনি ভগবানকে সন্তুষ্ট করতে প্রভাতের আমন্ত্রণে জেগে উঠেন; সমস্ত দিন ভগবানের সেবা করতে মানুষের মাঝে নিজেকে ঢেলে দেন এবং দিবস অবসানে ভগবানের হাতে নিজেতে সঁপে দিয়ে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়েন। নিবেদিত জীবনটা ক্রুশের ওপর বাসর গড়ার ন্যায় যেন নিবেদনকারী ক্রুশবিদ্ধ যিশুর একান্ত কাছের ও আপন হয়ে উঠতে পারেন। যিশুর মস্তক কন্টক মুকুটাবদ্ধ, হস্ত-পদ শলাকাবিদ্ধ ও হৃদয় বর্শা বিদীর্ণ। তাই তো যিশু উৎসর্গীকৃত ব্যক্তি পানে ব্যাকুল দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন কখন সে ঐশরাজ্যের সেবায় নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করবেন, কেননা যিশু যে তাকে তৃপ্তি নিয়ে আলিঙ্গন করতে চান। তাই যিশুকে আলিঙ্গন করতে নিবেদিত জীবন যাপিত ব্যক্তিকেও ক্রুশকে আপন করে নিতে হয়, ক্রুশে শয্যা পাততে হয় ও ক্রুশে বিদ্ধ হতে হয়। ক্রুশবিদ্ধ খ্রিস্টকে অনুসরণ ও অনুকরণ করে সে নিজের সবটুকুই বিলিয়ে দেয়, যিশু যেমনটি দিয়েছেন, যেন ভক্তজনগণ ঐশ ভালোবাসা ও অনুগ্রহ আস্বাদন ও অভিজ্ঞতা করতে পারে। তাই ব্যক্তি নিজেকে নয়, বরং যিশুই কাঙ্ক্ষিতের দেহ, মন ও প্রাণ প্রেম ও দয়ায় ভরিয়ে তোলেন। তিনিই আত্মোৎসর্গীকৃত ব্যক্তির প্রতিভা, বুদ্ধি ও সৃজনশীলতা দিয়ে মুক্তিদায়ী পরিকল্পনা করবেন; হাত দিয়ে পবিত্রকরণ কাজ করবেন, পা দিয়ে জীবনদায়ী পথে এগিয়ে নিয়ে যাবেন এবং হৃদয় দিয়ে ন্যায্যতা, শান্তি ও মিলনের আহ্বান জানাবেন। এভাবে তিনি হয়ে উঠবেন ভগবান ও ভক্তের যোগসূত্রকারী, অর্থাৎ মধ্যমনি। তাই তিনি জনগণের সুখ প্রত্যক্ষ করে নিজের দুঃখ ভুলে যাবেন এবং কষ্ট দেখে আপন সুখ বিসর্জন দিবেন। তিনি নিজ জীবনে খ্রিস্টের হৃদয় ধারণ করবেন এবং সবাই তার সংস্পর্শে স্বয়ং খ্রিস্টকেই অভিজ্ঞতা করবে। এই যে ধনী-গরীব, জ্ঞানী-মূর্খ ও শিশু-বৃদ্ধ সকলে তাকে ভগবানের আসনে বসিয়েছেন, তাই তার কতই না উচিৎ অনবরত ভগবানের ন্যায় হয়ে উঠা! সার কথা হলো আত্মোৎসর্গীকৃত ব্যক্তিকে নিবেদিত হতে হবে সকলের তরে, তথা ভগবানের তরে যেন তার নিবেদন সত্যিই অর্থপূর্ণ, জীবনদায়ী ও ফলপ্রসূ হয়ে উঠে।

যিশুই হবেন একজন ব্রতধারী-ধারিণীর আদর্শ। যিশুর পঞ্চক্ষত হবে তার নিবেদিত জীবনের আধ্যাত্মিকতা। যিশুর পবিত্র মুখমণ্ডল হবে আত্মোৎসর্গীকৃত ব্যক্তির ধ্যান ও জ্ঞান। তাই তিনি ব্যক্তি যিশুতে প্রবেশ করতে নিত্য সাধনা করবেন। যিশুর চিন্তা, বাক্য ও কর্ম হবে তার চিন্তা, বাক্য ও কর্ম। যিশু যেমন মানব জাতির পরিত্রাণে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়েছেন, সমরূপে একজন নিবেদিত ব্যক্তিও জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে জনমণ্ডলীর কল্যাণে ও মঙ্গলার্থে আত্মনিয়োগ ও আত্মদান করবেন। হৃদয়ে ভালোবাসার যে প্রদীপ তিনি প্রজ্বলিত করেছেন সেই আলো থেকে কোন মূল্যেই কেউ যেন বঞ্চিত না হয় সে দিকে তিনি সজাগ দৃষ্টি রাখবেন। অসহনীয় যন্ত্রনায় তিনি ভীত হবেন না, কেননা ভগবানই যে তার সাহস। মঙ্গল সাধনে তিনি ক্লান্ত হবেন না, কেননা ভগবানই যে তার শক্তি। চরম বিপর্যয়ে তিনি হতাশ হবেন না, কেননা ভগবানই যে তার সান্ত্বনা।

ঈশ্বর আমাদের জন্য ভালোবাসার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। তাই আমরা প্রত্যেকেই হলাম ভালোবাসা ও দয়ার তীর্থযাত্রী। ঈশ্বর আমাদের কাছে কী চান? তিনি আমাদেরকেই যাচ্না করে, তাই তিনি আমাদের অন্বেষণ করেন। একজন নিবেদিত ব্যক্তি হলেন ঐশ দয়ার ধারক ও বাহক। তিনি নিত্য ঐশ দয়া উদ্যাপন করে থাকেন। তাই তো তিনি আমরা শ্রান্ত-ক্লান্ত যারা, আমাদের প্রত্যেককেই ভগবানের কাছে নিয়ে যান ও উৎসর্গ করেন যেন আমরা কেউই ঐশ দয়া হতে বঞ্চিত না হই। একজন আত্মোৎসর্গীকৃত ব্যক্তি হবেন ঐশ জীবনের তাপস ও সাধক। জীবন দানেই তিনি পরিপূর্ণ হয়ে উঠবেন। আত্মত্যাগ হবে তার জীবনের সীলমোহর, বিশ্বস্ততা হবে তার জীবনের সম্বল এবং নম্রতা হবে তার জীবনের অলংকার। যা ছেড়ে দেয়ার তিনি তা ছেড়ে দিবেন এবং যা ধরে রাখার তিনি তা ধরে রাখবেন। সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় তিনি হবেন অটল ও অবিচল। মাণ্ডলিক শিক্ষার প্রতি তিনি থাকবেন অনুগত। তিনি আবেগ ও অনুরাগ প্রকাশে হবেন পরিশীলিত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত।

জীবনের শ্রেষ্ঠ উপহার স্বরূপ ভগবান আমাদের দিয়েছেন বেছে নেয়ার স্বাধীনতা ও সময়। তিনি একান্তভাবে চান আমরা যেন সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্তটিই গ্রহণ করি। তাই সময় থাকতে আমাদেরকে নির্ধারিত করণীয়টি বেছে নিতে হয়। তা না হলে আমাদের পস্তাতে হবে। নিবেদিত জীবনও ঠিক একই; যখন যা করণীয় ও পালনীয় তা যথাযথ ও নিষ্ঠার সাথে সম্পাদন ও পালন করতে হয়। অন্যথায় ব্যক্তি যে নিজের সাথেই বিশ্বাসঘাতকতা করে, কেননা সে ভগবানের নামে শপথ করে নিজেকে ঐশজনগণের সাথে বেঁধে রেখেছেন। তাই একজন উৎসর্গীকৃত ব্যক্তি যখন নিজেকে নিয়ে ভাবেন তখন তিনি নিজের বলতে কিছুই খুঁজে পান না, বরং ভগবানের অপরিসীম দয়া ও ভক্তজনগণের ভালোবাসাই অভিজ্ঞতা করে থাকেন। তাহলে তিনি কিভাবেইবা ভগবানকে প্রেম ও সেবার নিমিত্তে ঐশজনগণের তরে নিজেকে বিলিয়ে না দিয়ে থাকতে পারেন!

জনগণের হৃদয় দ্বারে দ্বারে নিবেদিত ব্যক্তি ঐশবাণী ফেরি করবেন। যা-কিছু কল্যাণকর ও মঙ্গলময় তা তিনি ধারণ করবেন, লালন করবেন ও পালন করবেন। তিনি নিজের কথা নয়, বরং ভগবানের বাণীই প্রচার করেন। তাই তার মুখনিঃসৃত বাণী হবে মধুক্ষরা ও জীবনদায়ী। একজন ব্রতধারীর হৃদয় হবে ঐশ দয়ার দর্পণ স্বরূপ। তিনি হবেন কোমল ও বিনীত প্রাণ। তিনি সবাইকে পরম মমতায় আপন হৃদয়ে বেঁধে রাখবেন। তিনি যেন তৃষ্ণার্ত ও ক্ষুধিতের জীবনময় রুটি ও জল। চঞ্চল ও ব্যাকুলচিত্তের আধ্যাত্মিক ও মানসিক প্রশান্তি। তিনিই হবেন জগতের আলো ও লবণ। জীবন ধ্যানে তিনি নিরন্তন মগ্ন থাকবেন। স্বতঃস্ফূর্ত ও প্রাণঃবন্ত সম্ভাষণে তিনি

সকলের অন্তর জয় করবেন। তিনি হবেন সত্য, পথ ও জীবন অনুসন্ধানী। উৎসর্গীকৃত মেষশাবকের ন্যায় তিনি নিজেকে নিঃশেষে নিংড়ে দিয়েই আনন্দ লাভ করবেন। এভাবে তিনি হয়ে উঠবেন সাক্ষাৎ অপর খ্রিস্ট। তিনি অষ্টকল্যাণ বাণীর আলোকে আপন জীবন গড়বেন। ঈশ্বর ও প্রতিবেশিকে নিজের মতো করে ভালোবাসা হবে তার শুভ সংগ্রামের শ্লোগান। বিশ্বাস, আশা ও প্রেম হবে তার জীবন পথের সাথী। ভগবানই যেন নিবেদিত ব্যক্তির সব-কিছু। ভগবানকে ছাড়া তার কিছুই নেই, তাই ভগবানকে ব্যতিরেকে তিনি আর কি বা দিতে পারেন!

নিবেদিত জীবনে হয় তো দুঃখ-কষ্ট হাত ধরে পাশাপাশি হাটবে। কষ্টের সাথে যার বসবাস তাকে কষ্টের ভয় দেখালে তাতে তার কি'বা আসে যায়! তবে মনে রাখতে হবে ঈশ্বরের অপার দয়া তার কাঁধে হাত রাখবে যেন তাদের কষ্টের ডালি আনন্দের অর্ঘ্যে পূর্ণ হয়ে উঠে। ব্রতধারী-ধারিণী প্রত্যেকজন এমন একেকটি নির্ঝর হয়ে উঠবেন যেখান থেকে তিনি সকলের অন্তর ভালোবাসায় পরিপূর্ণ করে দিবেন। অনেক সময় হয় তো হতাশার তীর তার হৃদয় বিদীর্ণ করবে; তবে মনে রাখতে হবে ঐশ জনগণের ভালোবাসা তার ক্ষত স্থান বেঁধে দিবে। অপবাদ হয় তো তাকে ম্রিয়মান করে তুলবে; তবে খ্রিস্টে আত্মসমর্পণ আত্মদানের স্বপ্ন দেখাবে। এই জীবনে আত্মোৎসর্গীকৃত ব্যক্তিবর্গ পরস্পরকে দান করবেন, গ্রহণ করবেন; আর এভাবে হয়ে উঠবেন দয়া গ্রহিতা ও দাতা।

নিঃশর্ত ও নিঃস্বার্থ আত্মদান হবে একজন নিবেদিত ব্যক্তির জীবন সংস্কৃতি, সেবা হবে তার জীবন সাধনা, আর ভালোবাসা হবে তার জীবন শ্লোগান। খ্রিস্টের ন্যায় নিজেকে নিংড়ে দেয়াতেই হবে তার আনন্দ ও অহংকার। এখানে থাকবে না বড়-ছোটর পার্থক্য, কিংবা জ্ঞানী-মূর্খের বিভেদ। পদের বাহাদুরী কিংবা অনুগ্রহের তোষামোদি তাদের যেন শৃঙ্খলিত না করে। যেখানে অমিল তা মিলাতে হবে, যা বন্ধুর তা সমতল করতে হবে। জীবনতীর্থে যা কিছু তার পথ রুদ্ধ করে দাঁড়ায় তা মুক্ত করতে হবে। প্রাত্যহিক যাপিত জীবনে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহভাগিতা হবে নিবেদিত জীবনের মানদণ্ড, সাধনা ও আনন্দ। রাত্রির আড়ালে কুসুম নিজেকে বিকশিত করলেও, কিংবা উষর মরুতে কেকটাস শুকিয়ে গেলেও তাদের জীবন কিন্তু বৃথা নয়, বরং তারা আপন জীবন দিয়ে ভগবানের সৌন্দর্য ও সাক্ষ্য রেখে যায়। সমরূপে ব্রতধারী-ধারিণীগণও স্বীয় জীবন দানে বহু মানুষের জীবন গড়ে তুলবেন যেন ঈশ্বরের জীবনদায়ী ও মুক্তিদায়ী পরিকল্পনার সাক্ষী হয়ে উঠতে পারেন। এই যাজকীয় ও ব্রতীয় জীবনাহ্বানে নিজেদেরকে সঁপে দেয়ার জন্যে আত্মোৎসর্গীকৃত ব্যক্তিগণকে জানাই অন্তরের ভক্তি, প্রাণের সম্ভাষণ ও হৃদয়ের ভাষণ, কেননা যে জীবনটি তারা বেছে নিয়েছেন তা সত্যিই সুন্দর, হৃদয়গ্রাহী, আনন্দের, সম্মানের ও আত্মদানের। পরিশেষে একটি কাব্যগাঁথা দিয়ে এই ক্ষুদ্র প্রয়াসের যবনিকা টানতে চাই–

আমি মানুষ; ভালো-মন্দের ঐক্য,
নই ভালো-মন্দের দ্বন্দ্ব।
সসীম আমি হব অসীম
দুর্বল আমি হব মহিম।
করছি সংগ্রাম, নিত্য নিজেকে ছাড়িয়ে যাবার এক অদম্য তৃষ্ণা

সবার তরে নিজেকে নিঃশেষে নিংড়ে দেবার এক অনন্য ভালোবাসা। ৯০

Mathbari Christian Co-operative Credit Union Ltd.
মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড

এমসিসিসিইউএল/১৪৩/২০২৫-২০২৬

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

২৪ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ-এর জন্য জরুরী ভিত্তিতে নিম্নলিখিত পদে নিয়োগের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে :

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	পদের ধরণ	প্রার্থীর বয়স	শিক্ষাগত যোগ্যতা
১.	একাউন্টস অফিসার	০১	স্থায়ী	অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর (২৮-০২-২০২৬ তারিখ পর্যন্ত)	একাউন্টিং অনার্স/বিবিএ একাউন্টিং মেজর
২.	অফিসার	০১			যে কোন বিষয়ে স্নাতক/বিবিএ
৩.	পিয়ন-কাম-ইলেকট্রিশিয়ান-ম্যাসেঞ্জার	০১	(চুক্তি ভিত্তিক)	অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর (২৮-০২-২০২৬ তারিখ পর্যন্ত)	কমপক্ষে এসএসসি পাশ ও ইলেকট্রিক্যাল ডিপ্লোমা

নিয়োগের শর্তসমূহ:

১) আবেদনকারীকে অবশ্যই মঠবাড়ী মিশনের অর্ন্তগত খ্রিস্টভক্ত ও অত্র সমিতির সদস্য হতে হবে। ২) আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীদের স্ব-হস্তে লিখিত (আবেদনপত্র) ও পূর্ণ জীবন-বৃত্তান্তসহ দরখাস্ত করতে হবে। ৩) আবেদনপত্রের সাথে শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের ফটোকপি, কর্ম অভিজ্ঞতা (যদি থাকে), জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি, ধর্মপল্লীর জন্ম সনদ, নাগরিকত্বের সনদপত্র ও সদ্যতোলা পাসপোর্ট সাইজের দুইকপি রঙ্গিন ছবিসহ আবেদন করতে হবে। উল্লেখিত সকল কাগজপত্র অবশ্যই যথাযথভাবে সত্যায়িত হতে হবে। ৪) ১-২ নং পদের প্রার্থীকে Ms Word, Excel & power point কম্পিউটারে যাবতীয় কাজসহ বাংলা ও ইংরেজী টাইপ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ৫) বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদি : সমিতির নিয়মানুসারে প্রযোজ্য। ৬) ১-২ নং পদের শিক্ষানবীশকাল ১২ (বার) মাস। চাকুরী স্থায়ীকরণের পর প্রতিষ্ঠানের নিয়ম অনুযায়ী অন্যান্য ভাতাদি প্রাপ্য হবেন। ৩ নং পদের ক্ষেত্রে চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করা হবে। ৭) আগ্রহী প্রার্থীগণকে অবশ্যই সৎ, কর্মঠ, পরিশ্রমী এবং সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে। ৮) সমিতির প্রয়োজনে যে কোন দিন ও যে কোন সময় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। ৯) অত্র প্রতিষ্ঠানের কাজের অভিজ্ঞতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। ১০) একাউন্টস অফিসারের ক্ষেত্রে অবিবাহিত ও পুরুষ প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। ১১) মহিলা প্রার্থীর ক্ষেত্রে বিবাহিতদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। ১২) কেবলমাত্র বাছাইতকৃত প্রার্থীদের চিঠির মাধ্যমে লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউ এর জন্য ডাকা হবে। ১৩) ব্যক্তিগত যোগাযোগ বা সুপারিশ প্রার্থীর অযোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে। ১৪) চাকুরীরত প্রার্থীদের যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। ১৫) ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে। ১৬) খামের উপর অবশ্যই পদের নাম উল্লেখ করতে হবে। ১৭) আবেদনপত্র আগামী ১২/০২/২০২৬ খ্রিস্টাব্দ তারিখের মধ্যে অফিস চলাকালীন সময়ে নিম্ন ঠিকানা এবং স্বাক্ষরকারীর বরাবর পৌঁছাতে হবে। ১৮) এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ পরিবর্তন, স্থগিত বা বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

বিজ্ঞ/২২/২৬

রনু মাইকেল গমেজ
ট্রেজারার
মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
উলুখোলা, কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

আবেদন পাঠানোর ঠিকানা
ট্রেজারার,
এমসিসিসিইউএল
জুবিলী ভবন, মঠবাড়ী, উলুখোলা, কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

খ্রিস্ট মণ্ডলীতে নিবেদিত জীবনের মাহাত্ম্য

ফাদার নয়ন যোসেফ গমেজ সিএসসি

১. প্রারম্ভিকতা: নিবেদিত জীবন একটি ভালবাসার আহ্বান ও পবিত্র উপহার। নিবেদিত জীবন মঙ্গলবাণীর সুমন্ত্রণায় সংঘবদ্ধ জীবন। নিবেদিত বা উৎসর্গীকৃত জীবনের অর্থ হল; নিবেদন, কারো উদ্দেশ্যে দান, কোন কিছু বা কোন ব্যক্তিকে ঈশ্বর কর্তৃক নিজের জন্য আলাদা করে রাখা বা পৃথক করে রাখা। নিবেদিত জীবনে সন্ন্যাসব্রতীদেরকে ঈশ্বরের জন্য আলাদা করে রাখা হয়। নিবেদিত জীবন আমাদের দেখায় যে, ঈশ্বর পবিত্র; তাঁকে অনুসরণ করার জন্য জগতের সকল মোহ-মায়া, ভোগ-বিলাস, জৌলুস ত্যাগ করতে হয় এবং তাঁর পথে নিষ্ঠার সাথে চলতে হয়। আমাদের মুক্তিদাতা প্রভু যিশুই প্রথম নিবেদিত ব্যক্তি এবং নিবেদিত জীবনের আদর্শ ও অনুপ্রেরণা। ধন্যা কুমারী মারীয়া এবং সাধু যোসেফ তাঁকে জেরুসালেম মন্দিরে নিবেদন করেছিলেন। তাই তাঁকে অনুসরণ করেই নিবেদিত জীবন পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়। খ্রিস্টমণ্ডলী এবং নিবেদিত জীবন এমনভাবে একে অপরের সাথে জড়িত যে, একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির অস্তিত্ব যেন কল্পনা-ই করা যায়না। খ্রিস্টমণ্ডলীর জন্মলগ্ন থেকেই নিবেদিত ব্যক্তিগণ মণ্ডলীর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নিবেদিত ব্যক্তিগণ মণ্ডলীর অংলকারস্বরূপ এবং তাদের মধ্য দিয়েই মানুষ ঈশ্বরের আরো নিকটবর্তী হওয়ার সুযোগ লাভ করে থাকে। নিবেদিত জীবনের কর্ম, সাধনা, সেবা ও আত্মত্যাগ সার্বজনীন। তারা সর্বদা নিবেদিত থেকে ঈশ্বরের অভিপ্রায় জগত ও মণ্ডলীর কাছে প্রকাশ করেন।

২. মঙ্গলবাণীর সুমন্ত্রণায় নিবেদিত জীবন: নিবেদিত জীবন মঙ্গলবাণীর সুমন্ত্রণানুযায়ী অুনপ্রাণিত ও যাপিত জীবন। মঙ্গলবাণীর সুমন্ত্রণা অনুসারে দরিদ্রতা, বাধ্যতা ও কৌমার্য জীবনের নির্যাসে জীবনযাপনের মাধ্যমেই নিবেদিত জীবনের মাহাত্ম্য সাধিত হয়। মণ্ডলীতে উৎসর্গীকৃত জীবন হল পবিত্রতা, ভালবাসা ও সেবাকাজের দৃশ্যমান চিহ্ন। "তোমরা আমার সঙ্গে চলো" *(মথি ৪:১৯)*, প্রভু যিশুর এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে নিবেদিত ব্যক্তিগণ আন্তরিকভাবে যিশু খ্রিস্টকে অনুসরণ করেন। দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার দলিলে বলা হয়েছে, "সম্পূর্ণ জীবনের আত্মনিবেদনের দ্বারা আগ্রহ ভরে তারা যতই খ্রিস্টের সঙ্গে সংযুক্ত হন, মণ্ডলীর জীবন ততই সমৃদ্ধতর হয় এবং প্রৈরিতিক কাজ ততই ফলপ্রসূ হয়। ব্রতধারী ও ব্রতধারিণীগণ মঙ্গলসমাচারে বর্ণিত কৌমার্য, দরিদ্রতা ও বাধ্যতার যে তিনটি ব্রত পালন করেন সে বিষয়ে খ্রিস্ট নিজেই শিক্ষা দিয়েছেন এবং নিজের জীবনে তার আদর্শ রেখে গেছেন।" নিবেদিত ব্যক্তিগণ তিনটি ব্রত ঈশ্বর ও মণ্ডলীর প্রয়োজনে জগত ও মানুষের সেবার জন্য এক মহান উদ্দেশ্য নিয়ে গ্রহণ, ধারণ ও পালন করে থাকেন।

২.১ কৌমার্য ব্রত: নিবেদিত জীবনে কৌমার্যতা ভালবাসার মানুষ হওয়ার এক সৃজনশীল ও সম্ভাবনাময় জীবনাবস্থা। এই ব্রতের মাধ্যমে যিশু আমাদের ভালবাসার মানুষ

হওয়ার আহ্বান করেন। কৌমার্য জীবনের সৌন্দর্য হল সকল প্রকার প্রতিকূলতা গ্রহণ করে ঈশ্বর ও মানুষকে ভালবাসা। ভোগবাদী ও জাগতিক সুখ ও আনন্দকে বাদ দিয়ে প্রভু যিশুর ভালবাসায় জীবনযাপন করা। কৌমার্য ব্রতগ্রহণ করে কোন ব্রতধারী ঈশ্বরের অপূর্ব উপহার যৌন তাড়না, বিবাহিত জীবনের বাসনা, মাতা-পিতা হবার আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে অনুভূতিহীন হয়ে যান'না বরং তারা স্বর্গরাজ্যের জন্য পবিত্র কৌমার্য ব্রত গ্রহণ করে সৎ, স্বাধীন, সহজলভ্য ও সার্বজনীন জীবনযাপন করেন। তারা ত্যাগস্বীকার ও ইন্দ্রিয় দমনে যত্নবান। প্রভু যিশু বলেন, "এমন মানুষও আছে, যারা স্বর্গরাজ্যের জন্যে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করবে'না ব'লেই সংকল্প নিয়েছে" *(মথি ১৯:১২)*। কৌমার্য ব্রত সম্বন্ধে দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার দলিলে 'সন্ন্যাস-জীবনের সময়োপযোগী নবায়ন' বিষয়ক নির্দেশ নামায় ১২ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "স্বর্গরাজ্যের কারণে সন্ন্যাসব্রতীগণ যে শুচিতা ব্রত গ্রহণ করেন তাকে একটি অসাধারণ অনুগ্রহদান বলে শ্রদ্ধা করতে হবে। এটি মানুষের হৃদয়-মনকে অনন্যরূপে মুক্ত ক'রে দেয়, যার ফলে তিনি ঈশ্বর ও সকল মানুষকে অধিকতর নিষ্ঠার সাথে ভালবাসতে সক্ষম হন। শুচিতা বা কৌমার্য তাই স্বর্গীয় সম্পদের এক মহান নিদর্শন এবং সন্ন্যাসব্রতীদের জন্য ঈশ্বরের সেবায় ও প্রৈরিতিক কাজে সহজভাবে আত্মনিয়োগ করার প্রকৃষ্টতম পন্থা। সন্ন্যাস ব্রতীগণ এভাবে খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের কাছে মণ্ডলী ও তাঁর একমাত্র পতি খ্রিস্টের মধ্যে অত্যাশ্চর্যবিবাহবন্ধনেরসাক্ষ্য দানকরেন।"তাই ব্রতীয় জীবনে বিশ্বস্তভাবে সাড়া দিতে গিয়ে সন্ন্যাসব্রতীদের প্রভু যিশুর কথায়ই বিশ্বাস করতে হবে এবং নিজেদের শক্তি-সামর্থ্যের চেয়ে বরং ঈশ্বরের উপরই পূর্ণ আস্থা রাখতে হবে।

২.২ দরিদ্রতা ব্রত: নিবেদিত জীবনে দরিদ্রতা ব্রত হল খ্রিস্টকে মনে-প্রাণে অনুসরণ ও অনুকরণ করার আরেকটি পবিত্র ব্রত। এই ব্রতের মাধ্যমে সন্ন্যাসব্রতীগণ সেই খ্রিস্টেরই দারিদ্র্যে অংশগ্রহণ করে, যিনি পরম ধনবান হয়েও আমাদের জন্য দরিদ্র হয়েছিলেন, যেন তাঁর দরিদ্রতায় আমরা ধনবান হয়ে উঠি *(দ্রঃ ২ করি ৮:৯; মথি ৮:২০)*। নিবেদিত জীবনে দরিদ্রতা ব্রতের দাবি দ্বিমুখী- আত্মিক দরিদ্রতা এবং জাগতিক দরিদ্রতা। আত্মিক দরিদ্রতা হচ্ছে অন্তরের নম্রতা ও দীনতা। অন্তরের দৈন্যতার মাধ্যমে একজন ব্রতধারীকে বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতি ও দুঃখ-কষ্টকে আনন্দ মনে গ্রহণ করতে সাহায্য করে ঈশ্বর-নির্ভরশীলতার মাধ্যমে। তখন জগতের ধনসম্পদ তার কাছে গৌণ হয়ে পড়ে আর ঐশরাজ্য হয়ে উঠে একান্ত অভিলাষ। প্রভু যিশু বলেন, "অন্তরে যারা দীন, ধন্য তারা-স্বর্গরাজ্য তাদেরই" *(মথি ৫:৩)*। নিবেদিত ব্যক্তিগণ জাগতিকভাবেও নিরাসক্ত জীবনযাপন করতে আহূত। তারা ধনসম্পদের উপর ব্যক্তিগত অধিকার ত্যাগ করেন এবং প্রয়োজনীয় সব কিছুর জন্য সংঘের উপর নির্ভরশীল থেকে অনাড়ম্বর জীবনযাপন করেন। এই বিষয়ে দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার দলিলে 'সন্ন্যাস-জীবনের সময়োপযোগী নবায়ন' বিষয়ক নির্দেশনামার ১৩ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "দরিদ্রতা ব্রত পালনের অর্থ শুধু কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে ধন-সম্পদের ব্যবহার করা নয় বরং এর অর্থ আরো ব্যাপক। ব্যবহারিক জীবনের

যেমন, অন্তরের প্রেরণায় বা মনেপ্রাণেও তেমনি সন্ন্যাসব্রতীদের দরিদ্র হতে হবে; তাদের ধন-সম্পদ সঞ্চিত করতে হবে স্বর্গধামে।" দরিদ্রতা ব্রতের মাধ্যমে একজন ব্রতধারী ব্যক্তিগত আত্মত্যাগ ও সংযম অনুশীলনের মাধ্যমে অতিন্দ্রিয় মূল্যবোধ ও স্বর্গীয় আনন্দের সহযোগে খ্রিস্টের অনুকরণে নিজের জীবন অন্যের সঙ্গে সহভাগিতাকরেন।

২.৩ বাধ্যতাব্রত: নিবেদিত জীবনে সন্ন্যাসব্রতীগণ তাদের আত্মবলিদানের প্রতীকরূপে বাধ্যতা ব্রতের মাধ্যমে নিজেদের ইচ্ছাকে পূর্ণভাবে ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করেন। এভাবে তারা অধিকতর স্থায়ী ও নিশ্চিতভাবে ঈশ্বরের মুক্তিদায়ীইচ্ছার সঙ্গে সংযুক্ত হন। প্রভু যিশু খ্রিস্ট, যিনি পিতা ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতে এই জগতে এসেছিলেন *(দ্র: যোহন ৩:৩৪; হিব্রু ১০:৭)* এবং দাসের স্বরূপ গ্রহণ ক'রে *(দ্র: ফিলি ২:৭)* যন্ত্রণা ভোগের মধ্য দিয়ে বাধ্য হতে শিখেছিলেন *(দ্র: হিব্রু ১০:৮)*, তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সন্ন্যাসব্রতীগণ পবিত্র আত্মার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বিশ্বাসের মনোভাব নিয়ে কর্তৃপক্ষকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে মেনে নিয়ে তাঁদের বাধ্যতা ব্রত গ্রহণ ও পালন করেন। নিবেদিত জীবনে বাধ্যতা ব্রত মানে কেবল দাসের মত কর্তৃপক্ষের আদেশ বা নিয়মনীতি মেনে চলা নয় বরং সম্পূর্ণ ও স্বাধীনভাবে ঐশ ইচ্ছায় আত্মনিয়োগ করা। "হে আমার ঈশ্বর, তোমার ইচ্ছা পালন করাই আমার পরম সুখ; আহা, তোমারই বিধান রেখেছি হৃদয়-সিংহাসনে" *(সাম ৪০:৮)*। এজন্যই নিবেদিত সন্ন্যাসব্রতীগণ মনের আনন্দে ও স্বাধীনভাবে মাণ্ডলিক রীতি-নীতি, সংঘ-বিধি এবং কর্তৃপক্ষের আদেশ-নির্দেশ পালন করতে সদা সচেষ্ট থাকেন। বাধ্যতা ব্রতের সাথে স্বাধীনতার কোন বিরোধ নেই। বাধ্যতা ব্রত ব্রতধারীদের নিকট প্রতিনিয়ত ঈশ্বর, সংঘ-সদস্য ও অন্যান্য মানুষের সাথে ভালবাসার সংলাপ ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক দাবী করে, "তোমরা আমার বন্ধু; অবশ্য আমি তোমাদের যা করতে বলছি, তোমরা যদি তা-ই করো" *(যোহন ১৫:১৪)*।

৩. মণ্ডলীতে নিবেদিত জীবনের আধ্যাত্মিকতা ও সৌন্দর্য: আধ্যাত্মিকতা হল মানুষের আত্মা সম্বন্ধীয় বিষয়। আধ্যাত্মিকতার মধ্যে প্রধান বিষয়টি হল 'আত্মা'। যা কিছু আত্মা থেকে জাত বা আত্মা থেকে জন্মগ্রহণ করেছে তাই আধ্যাত্মিকতা। আধ্যাত্মিকা হল পূর্ণ মুক্তির লক্ষ্যে আত্মার চলাচল ও কাজ। তাই মানুষের মাঝে আত্মার কাজ ও চলাচলকে অর্থাৎ আত্মার পরিচালনায় মানুষের জীবন ও আচরণকে আধ্যাত্মিকতা বলা যায়। আর খ্রিস্টীয় আধ্যাত্মিকতা হল বিশ্বাসে পরিপূর্ণ ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ব্যক্তি, সমাজ ও জাতি হিসেবে খ্রিস্টভক্তদের সাড়া দেওয়ার জীবন। সর্বোপরি, মানুষের কাছে ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশ ও তাঁর সাথে মিলন লাভের নিমন্ত্রণ মানুষ যেভাবে গ্রহণ করে ও সাড়া দেয় এবং খ্রিস্টের জীবন ও শিক্ষায় যেভাবে জীবন যাপন করে তা-ই খ্রিস্টীয় আধ্যাত্মিকতা। নিবেদিত জীবনের আধ্যাত্মিকতার উৎস ও আদর্শ স্বয়ং প্রভু যিশু খ্রিস্ট। তিনি তাঁর প্রতিদিনকার জীবনে নিবেদিত জীবনের গভীর অর্থ প্রকাশ করেছেন। নিবেদিত ব্যক্তিদের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে তিনটি ব্রত গ্রহণ না করেও তিনি ব্রতীয় জীবনের তিনটি মূল্যবোধ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। তাই আজ নিবেদিত ব্যক্তিগণ প্রভু যিশুর দেখানো পথ অনুসরণ করে মণ্ডলীতে তাদের জীবন ও কর্মের নির্যাস বিলিয়ে যাচ্ছেন।

৩.১ খ্রিস্টের সমরূপ হওয়া: নিবেদিত জীবনের একটি প্রধান আধ্যাত্মিক উপাদান হল খ্রিস্টের সমরূপ হওয়া। নিবেদিত ব্যক্তিগণ সর্বদা চেষ্টা ও প্রত্যাশা করেন যেন ব্যক্তিগত ও সংঘবদ্ধ জীবনের প্রতিটি দিকেই খ্রিস্টের আদর্শ বিকশিত হয়। কেননা এই দৃঢ় ভিত্তির উপর গ্রথিত হলেই দেহ, মন ও আত্মার রূপান্তর ঘটে। তবে এই সমরূপতা কেবল একটি মাত্র উপলক্ষ্য বা ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। একে পরিব্যপ্ত হতে হয় জীবনের প্রত্যেকটি দিনের প্রত্যেকটি মুহূর্তে। কেননা এই সমরূপতাকে পূর্ণতা পেতে হবে, এর কোন ব্যতিক্রম থাকতে পারে না। পবিত্র ক্রুশ সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ধন্য বাসিল আন্তনী মরো তাঁর একটা ধর্মোপদেশে সংঘের সভ্যদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, "তুমি যেকোন অবস্থানে এবং জীবনের যেকোন পরিস্থিতিতেই থাকনা কেন, তুমি তোমার আদর্শ খ্রিস্টের দিকে তাকাও আর তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করো। একথা নিশ্চিত জেনে রেখো যে, তাঁর অনুকরণ করে তুমি পূর্ণতা অর্জন করতে সক্ষম হবেই এবং পরিত্রাণ পেতে পারবেই। কেননা যিশু খ্রিস্টের সাথে গৌরবের পর্যায়ে পৌঁছতে হলে আমাদেরকে খ্রিস্ট যিশুর মতই হতে হবে।"

৩.২ অবিরাম প্রার্থনা ও বিশ্বাসে বলীয়ান: নিবেদিত জীবনে ব্যক্তিগত ও সংঘবদ্ধ প্রার্থনা ও বিশ্বাসে বলীয়ান থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান বিষয়। খ্রিস্টীয় প্রার্থনা নিবেদিত জীবনকে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত রাখে। ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝতে সহায়তা করে। সন্ন্যাসব্রতীদের জীবনে অদ্ভুত কিছু করা বা অসাধারণ অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করার মধ্যে প্রার্থনা নির্ভর করে না বরং প্রার্থনায় প্রকাশ পায় ঐশ অনুগ্রহ ও বিশ্বস্তভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছাপালন। প্রার্থনা পবিত্রতার একটি উত্তম পথ। এই পথেই সাধু-সাধ্বীগণ খ্রিস্টীয় পূর্ণতার চরম স্তরে পৌঁছাতে পেরেছিলেন। প্রার্থনা নিবেদিত ব্যক্তিদের অনুপ্রাণিত করে, জগত ও জীবনের সাধারণ কর্তব্যগুলো যথা সম্ভব সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে। তাই খ্রিস্টের শিক্ষা ও ঐশ বিধানকে নিবেদিত জীবনের সার্বক্ষণিক নীতি হিসেবে গ্রহণ করতে হয়, "জেগে থাকো তোমরা, সব সময় প্রার্থনা-ই কর... যেন মানব পুত্রের সামনে দাঁড়াবার মত মনের ভরসা তোমরা পেতে পার" *(লুক ২১:৩৬)*। সন্ন্যাস ব্রতীয় জীবনে তাই পারস্পারিক মিলন ও শান্তির জন্য প্রত্যেক সদস্যের জীবনবাণী এমন হতে হয়, "আমি সব সময়তা-ই করি, যা তাঁর কাছে সন্তুষ্টিজনক" *(যোহন ৮:২৯)*। নিবেদিত জীবন মণ্ডলীর সৌন্দর্য, মণ্ডলী হল খ্রিস্টের দেহ আর খ্রিস্ট হল সেই দেহের মস্তক স্বরূপ। প্রভু যিশু বলেন, "আমিই দ্রাক্ষালতা, আর তোমরা আমার শাখা-প্রশাখা; যে আমাতে থাকে এবং আমি যার মধ্যে থাকি সে প্রচুর ফলে ফলবান হয়ে উঠবে; কারণ আমাকে ছাড়া তোমরা কিছুই করতে পার না" *(যোহন ১৫:৫-৬)*। এজন্য সন্ন্যাসব্রতীগণ সর্বদা খ্রিস্টকে অনুসরণ করেন।

৩.৩ খ্রিস্টীয় ক্ষমা ও গ্রহণীয়তার মনোভাব: মানুষ মাত্রই ক্ষমাদান ও ভালবাসা প্রদর্শন করতে আহূত; কারণ ঈশ্বর নিজেই প্রথম স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে মানুষকে ক্ষমা করেছেন এবং ভালবেসেছেন। আজ মানুষ মাত্রই যেন তাদের জীবন সংলাপ, জীবনসাধনা ও জীবনাদর্শে আরো বেশি ক্ষমাশীল হয়ে উঠতে পারে, ঈশ্বর এই-ই চান। মণ্ডলীতে নিবেদিত জীবনের ভিত্তিই হচ্ছে ক্ষমা করা, ক্ষমা দেওয়া এবং ভ্রাতৃপ্রেমে জীবনযাপন করা। মাণ্ডলিক ও পারিবারিক সকল প্রৈরিতিক ও সংস্কারীয় সেবা হলো ক্ষমা ও ভ্রাতৃপ্রেমের জীবন্তসাক্ষ্য। খ্রিস্টমণ্ডলীর কোন সত্য ও কর্ম প্রয়াস কখনো ক্ষমা ও ভালবাসা বিমুখ নয়। এই ক্ষমা ও ভালবাসা অর্থাৎ ভ্রাতৃপ্রেমই খ্রিস্টীয় জীবন তথা নিবেদিত জীবনের সৌন্দর্য। কেউ যখন কাউকে ক্ষমা করে, তখন তাকে গ্রহণ করে; আর গ্রহণ করার অর্থই হল ভালবাসা। ক্ষমা না করার ভয়াবহতা সম্পর্কে প্রভু যিশু বলেন, "বিবাদে বিভক্ত যে কোন রাজ্যই তো ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলে। তেমনি বিবাদে বিভক্ত কোন শহর বা পরিবার কখনো টিকে থাকতে পারেনা" *(মথি: ১২:২৫)*। ঈশ্বরের ভালবাসার মধ্যেই নিহিত আমাদের পাপের ক্ষমা আর প্রভু যিশুর মধ্য দিয়েই আমরা সেইক্ষমাবুঝতে পেরেছি। প্রভু যিশু নিজে তাঁর হত্যাকারীদের ক্ষমা করেছেন এবং আমাদেরকে সত্তরগুণ সাতবার ক্ষমা করার নির্দেশও দিয়েছেন, "আমি বলছি, সাতবার কেন, বরং সত্তরগুণ সাতবার ভাইকে ক্ষমা

করতে হবে" *(মথি: ১৮:২২)*। নিবেদিত জীবনে পারস্পরিক মিলন ও শান্তি নবায়নের জন্য প্রভু যিশুর জীবন ও বাণী ক্ষমা অনুশীলন করতে অনুপ্রাণিত করে।

৩.৪ নিঃস্বার্থ ভালবাসার বন্ধন প্রতিষ্ঠা: ভালবাসার জন্যই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষের ভালবাসার অনুভূতিগুলোর মধ্যেই তার ভালবাসার পরিচয় মেলে। সাধু আগস্টিন বলেন, "যদি তুমি জগতকে ভালবাস, তাহলে তুমি জগতেরই রইলে; আর যদি তুমি ঈশ্বরকে ভালবাস, তা হলে তুমি ঈশ্বরের অনুরূপ হয়ে উঠলে।" প্রভু যিশুর নির্দেশ অনুসারে ভালবাসার মধ্যে সবসময় একটি ভারসাম্য বজায় রাখতে হয়; তা হল ঈশ্বর ও মানুষকে ভালবাসা। নিবেদিত জীবন সেই ভালবাসা চর্চা ও প্রতিষ্ঠার একটি সুন্দর ক্ষেত্র। ভালবাসা পরস্পরের মধ্যে আনন্দ, মিলন ও শান্তি বৃদ্ধি ও দীর্ঘস্থায়ী করে। সাধু পল বলেন, "আমি যদি মানুষদের ও স্বর্গদূতদের ভাষায় কথা বলতে পারি, অথচ আমার অন্তরে যদি না থাকে ভালবাসা, তা হলে আমি ঢংঢঙানো কাঁসর বা ঝনঝনে করতাল ছাড়া আর কিছুই নই! আর আমি যদি প্রাবক্তিক বাণী ঘোষণা করতে পারি, যদি উপলব্ধি করতে পারি সমস্ত রহস্যাবৃত্ত সত্য, জানতে পারি ধর্ম জ্ঞানের সমস্ত কথা, যদি আমার অন্তরে থাকে পর্বত সরিয়ে দেবার মত পূর্ণ বিশ্বাস, অথচ না থাকে ভালবাসা...তাহলে তাতে আমার কোন লাভই নেই" *(১ করি ১৩:১-৩)*। আদি মণ্ডলী বিশ্বাসী সমাজ মনে প্রাণে এক ছিল। তাদের দৃষ্টান্ত অনুযায়ী নিবেদিত জীবন অবিরাম প্রার্থনা ও সংঘবদ্ধ জীবন-রসে পরিপূর্ণ। মঙ্গলবাণীর শিক্ষা ও পবিত্র উপাসনা, বিশেষ করে খ্রিস্ট প্রসাদীয় মিলন-ভোজের দ্বারা তারা পরিপুষ্ট হন। তারা খ্রিস্টদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রূপে ভ্রাতৃ প্রেমে একত্রে বাস ক'রে পরস্পরকে নিজের চেয়ে অধিকতর সম্মানের যোগ্য বিবেচনা করেন এবং একে অপরের দায়িত্ব বহন করতে সদা প্রস্তুত থাকেন। নিবেদিত ব্যক্তিগণ এক পরিবার রূপে মিলিত থাকেন এবং প্রতিনিয়ত ঈশ্বরের উপস্থিতির আনন্দ উপলব্ধি করেন; যে আনন্দ ঈশ্বরের ভালবাসার গুণে স্বয়ংপবিত্র আত্মা তাদের অন্তরে ঢেলে দেন।

৩.৫ প্রাত্যহিক প্রলোভনও চ্যালেঞ্জ জয়: নিবেদিত জীবনের পথে চলতে গিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রলোভন ও চ্যালেঞ্জ আসলে তা জয় করা ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভের একটি মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত। এজন্য নিবেদিত সন্ন্যাসব্রতীগণ সব সময় স্মরণ রাখেন, প্রলোভন ও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হলে ঈশ্বর ও মানুষের প্রয়োজনে তাদের নিবেদিত জীবন আরো খাঁটি হয়; নতুন শক্তি, নতুন উদ্যম, নতুন সাহস ও গুণাবলী অর্জিত হয় এবং তাতে সংঘবদ্ধ জীবনে একে অন্যকে আরো ভালমত জানতে, বুঝতে ও ভালবাসতে পারে। যেখানে নাজারেথের পবিত্র পরিবারে, বিশেষ ক'রে যিশু-মারীয়া-যোসেফের জীবনে বারংবার প্রলোভন ও চ্যালেঞ্জ এসেছে; সেখানে সাধারণ মানবজীবনে প্রলোভন ও চ্যালেঞ্জ আসাটা নিতান্তই স্বাভাবিক। মরুভূমিতে চল্লিশ দিন-রাত অবস্থানকালীন সময়ে প্রভু যিশু তাঁর জীবন দৃষ্টান্তের মাধ্যমে আমাদের শিখিয়েছেন কিভাবে প্রলোভন, লোভ ও চ্যালেঞ্জের সময় ধৈর্য ধরে তা মোকাবেলা করতে এবং জয়ী হতে হয়। প্রভু যিশুর এই নির্দেশ মেনে চললেই নিবেদিত ব্যক্তিগণ সগৌরবে সকল প্রকার প্রলোভন ও চ্যালেঞ্জের সময় মা মারীয়ার মত বলতে পারবে, "আমার অন্তর গেয়ে ওঠে প্রভুর জয়গান; আমার পরিত্রাতা ঈশ্বরের কথা ভেবে প্রাণ আমার উল্লসিত" *(লুক ১:৪৬)*!

৩.৬ আত্মত্যাগ ও সেবার মনোভাব: নিবেদিত জীবনে একটি অত্যন্ত সুন্দর বিষয় হল একে অন্যের জন্য আত্মত্যাগ ও সেবা করা। এই দু'টি বিষয় নিবেদিত জীবনকে এক অনন্য মর্যাদায় নিয়ে যায়। আত্মত্যাগ ও সেবার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় একে অন্যের জন্য তাদের ভালবাসা, দরদবোধ, সহযোগিতা ও শুভ-চিন্তা। এজন্য প্রয়োজন নিবেদিত জীবনের মন্দ প্রবণতাগুলো, যা তাদের সন্ন্যাসব্রতীয় জীবনের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে চায়; সুদৃঢ়ভাবে সেগুলো মোকাবেলা ও নিয়ন্ত্রণ করা। কেননা মানুষের হৃদয় মন্দতায় পরিপূর্ণ থাকলে কখনোই অন্যের জন্য আত্মত্যাগ করা সম্ভবপর হয় না। আর আত্মত্যাগ ও সেবার মনোভাব ছাড়া যথাযথভাবে কেউ নিজের কর্তব্যও পালন করতে পারেনা; সদগুণের চর্চাও তখন হয়ে উঠে না। প্রভু যিশু নিজেও বারবার আত্মত্যাগ করেছেন; তিনি ঈশ্বর হওয়া সত্ত্বেও মানুষ হয়ে মানুষকে সেবা করতে এই জগতে এসেছেন। যেন মানুষ তাঁকে ও তাঁর বাণীকে আপন করে পেতে পারে। মানুষ যেন তাঁকে জানতে ও ভালবাসতে পারে। প্রভু যিশু বলেন, "কেউ যদি আমার অনুগামী হতে চায়, তবে সে আত্মত্যাগ করুক এবং নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক" *(মথি ১৬:২৪)*।

৩.৭ ঐশ নির্ভরতা ও সাড়াদান: নিবেদিত জীবনে একটি অন্যতম আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য হলো ঐশ নির্ভরতায় আস্থা রাখা ও তাতে সাড়াদান। ঈশ্বর নিবেদিত ব্যক্তিদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করেন এবং তিনি প্রকৃতপক্ষে ঐসব মুহূর্তগুলোর মধ্য দিয়ে তাদের তত্ত্বাবধান করেন এবং যত্ন নেন। নিবেদিত যে কোন ব্যক্তি বা সাধু-সাধ্বীর জীবনে আমরা দেখি, অন্য সব বিষয়ের চেয়ে তাঁরা ঐশ নির্ভরতার প্রতি বিশ্বাস ছিল সবচেয়ে গভীর। তাদের জীবনে বিভিন্ন রকমের উভয় সঙ্কট আর চরম বিপর্যয় এসে বাঁধা সৃষ্টি করলেও কোন কিছুই তাদেরকে টলাতে পারেনা। ঐশ নির্ভরতায় সাড়াদান সম্পর্কে সাধ্বী মাদার তেরেজা বলেন, "আমাদেরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য ঐশরিক আস্থা অজস্র চালিকা শক্তি যুগিয়েছে আর আমাকে দিয়েছে প্রচুর সান্ত্বনা। আমার সান্ত্বনা এতই যে আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য তোমাদেরকে আহ্বান করা থেকেও বিরত থাকি। একই সাথে তোমাদের পুরো ভবিষ্যতটা যেন আমি ঈশ্বরের হাতেই ছেড়ে দিই এবং যা কিছু পার্থিব বিষয় দুঃচিন্তা বাড়ায় সেগুলো থেকে যেন দূরে থাকি।"

৪. শেষকথা: নিবেদিত জীবন খ্রিস্টমণ্ডলীর অলংকারস্বরূপ। তারা খ্রিস্টের প্রেমপূর্ণ সেবায় জগতে হৃদয়-মন ও সর্বশক্তি নিবেদন করেন। তারা তাদের জীবন ও জীবনের সকল কর্মের মধ্য দিয়ে খ্রিস্টকেই হৃদয়াঙ্গম করে থাকেন। ঐশ অনুগ্রহ ছাড়া নিবেদিত জীবন অকল্পনীয়। কেননা তারা তাদের সমস্ত ভোগ-বিলাস, স্বাচ্ছন্দ্য, জাগতিক লোভ-লালসা সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করে খ্রিস্টের জীবন ও কর্মের চিহ্ন ও প্রাবক্তিক বাণী হয়ে উঠেন। যা প্রভু যিশু নিজেই ব্যক্ত করেছেন, "প্রভুর আত্মিক প্রেরণা আমার উপর অধিষ্ঠিত, কারণ প্রভু আমাকে প্রেরণ করেছেন দীনদরিদ্রদের কাছে মঙ্গলবার্তা প্রচার করতে, বন্দীর কাছে মুক্তি আর অন্ধের কাছে নবদৃষ্টি লাভের কথা ঘোষণা করতে, পদদলিত মানুষকে মুক্ত ক'রে দিতে এবং প্রভুর অনুগ্রহদানের বর্ষকাল ঘোষণা করতে" *(লুক ৪:১৮-১৯)*। প্রত্যেকজন নিবেদিত ব্যক্তি সর্বাগ্রে ও সর্বোপরি একমাত্র ঈশ্বরকেই অনুসন্ধান করেন; তেমনি প্রেমপূর্ণ প্রৈরিতিক সেবাকাজেও তারা নিষ্ঠাবান থেকে খ্রিস্টের মুক্তিকর্মের অংশীদার হয়ে ঐশরাজ্য বিস্তারের কাজে সহযোগিতা ও জীবন উৎসর্গ করেন।

সহায়ক গ্রন্থাবলী:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়,সজল ও খ্রিস্টিয়াঁ মিংঙো: **মঙ্গলবার্তা বাইবেল (নবসন্ধি)**, জেভিয়ার প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৫।

২. ডি' রোজারিও, বিশপ প্যাট্রিক সিএসসি ও অন্যান্য (সম্পা.): **কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা**, বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী, ঢাকা, ২০১৪।

৩. গমেজ, ফাদার ফ্রান্সিস সীমা ও ফাদার বার্নাড পালমা (সম্পা.): **দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার দলিল**, কাথলিক বিশপ সম্মিলনী, ঢাকা, ১৯৯০।

৪. কস্তা, ফাদার বেঞ্জামিন সিএসসি (অনু.): **উৎসর্গীকৃত জীবন (Vita Consecrata)**, বাংলাদেশ সন্ন্যাসব্রতী সংঘ সম্মিলনী, সাভার, ১৯৯৮।

সন্ন্যাস জীবন হলো শ্রেষ্ঠ নিবেদন

ব্রাদার আলবার্ট রত্ন সিএসসি

'চিরতরে সঁপেছি জীবন
প্রভু তোমার কাছে,
করেছি বরণ আজীবনের ব্রত,

আজীবন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণের মধ্য দিয়ে একজন যুবক বা যুবতী সারা জীবনের জন্য নিজের ইচ্ছা, জীবন-যৌবন, ঘর-সংসার, চাওয়া-পাওয়া, পরিবারের আত্মীয়স্বজন সবকিছু ঈশ্বরের চরণে নিবেদন করে কর্তৃপক্ষ ও জনমণ্ডলীর সামনে যিশুতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। এটা একটি সামান্য বিষয় বা হেলা-খেলার বিষয় নয় বরং সৎ সাহস, আত্মপ্রত্যয় ও পবিত্র আত্মার উপর নির্ভর করে নিজেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। এই সিদ্ধান্ত যিশুকে অনুসরণ ও তাঁকে ভালোবাসার জন্য। যিশুর প্রতি আমাদের ভালোবাসা প্রকাশ করি সেবাকাজের মধ্য দিয়ে। যিশু নিজে বলেছেন, "আমি সেবা পেতে নয়, বরং সেবা করতে এ পৃথিবীতে এসেছি।" যারা নিবেদিত জীবন-যাপন করতে আগ্রহী তাদের অবশ্যই সেবা করার মনোভাব থাকতে হবে। সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল মা মারীয়ার মত ঈশ্বরের কৃপা ও অনুগ্রহের কথা স্বরণ করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। মা-মারীয়া ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসার ডালি নিবেদন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "আমার অন্তর গেয়ে উঠে প্রভুর জয়গান, আমার পরিত্রাতা ঈশ্বরের কথা ভেবে প্রাণ আমার উল্লসিত। তাঁর এই দীন-দাসীর দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন তিনি, আজ থেকে যুগে যুগে সকলেই ধন্য ধন্য বলবে আমায়। আহা আমার জন্যে সর্বশক্তিমান কত মহান কাজই না করেছেন। পুণ্য, আহা পুণ্য তাঁর নাম"*(লুক ১:৪৬- ৪৯)*।

একজন ব্যক্তির সন্ন্যাস জীবন; তাঁর নিজের জন্য নয় বরং মণ্ডলী ও সমগ্র জগতের জন্য। তাই তাকে সেবাকাজের পাশাপাশি খ্রিস্টের বাণী প্রচার করতে হয়। এই বাণী শুধুমাত্র মুখে মুখে প্রচার নয় বরং তাঁর জীবন-যাত্রা ও কাজ দ্বারা হতে হয়। একজন সন্ন্যাসব্রতী নারী-পুরুষ খ্রিস্ট বাণী প্রচার করেন, পরিচালনা করেন, পালন করেন। তারা যা প্রচার করেন সেগুলো তিনি নিজের জীবনে পালন করে থাকেন। তারা ব্রতগ্রহণের মধ্যদিয়ে যে বিশেষ দায়িত্ব পেয়ে থাকেন তা হলো, সেবার মধ্য দিয়ে খ্রিস্ট সন্তানদের লালন-পালন ও যত্ন নেওয়া। তাঁরা নম্রতা ও সেবার মধ্য দিয়ে অন্যদের পালন করেন। এ বিশেষ গুরু দায়িত্ব বা ক্ষমতা শুধু বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের প্রদান করা হয়ে থাকে, যা বর্তমান সমাজের জন্য একটি আদর্শ ও প্রেরণার উৎস। সন্ন্যাস জীবন যিশুময়। "এই যে আমি জীবিত আছি, সে তো আর আমি নই বরং আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রিস্ট জীবিত আছেন' *(গালাতীয় ২:২০ পদ)*। "আমার কাছে বেঁচে থাকা মানেই খ্রিস্ট' *(ফিলিপিয় ১:২১ পদ)*। সন্ন্যাস জীবন হল একটা বিশেষ ডাক যিশুকে অনুকরণ ও অনুসরণ করতে বা যিশু হতে। অর্থাৎ সন্ন্যাস জীবনের স্বার্থকতা এই যে, তারা দুর্বল মানুষ হয়েও খ্রিস্টের ন্যায় সেবা করার অধিকার পেয়ে থাকেন এবং খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের আত্মার মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের কৃপা লাভের জন্য প্রার্থনা করে থাকেন।

সন্ন্যাস জীবন খ্রিস্টের নামে তার ভক্তজনগণের সাথে জীবন সহভাগিতা করেন। তাদের প্রতিদিনকার চিন্তা, ধ্যানে, ইচ্ছায়, অনুভূতিতে ও জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে খ্রিস্টের সাথে একাত্মতার পাশাপাশি ভক্তজনগণের সহযোগিতাপূর্ণ মিলন বন্ধনে আবদ্ধ হন। যিশু বলেছেন, "আমি পথ, সত্য ও জীবন" *(যোহন ১৪:৬ পদ)*। সন্ন্যাস জীবন জনগণকে মুক্তিদায়ী যিশুর পথে ধাবিত করতে ও ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকারী হওয়ার জন্যে সহযোগীতা দান করেন। ঈশ্বর মানুষকে ভালোবাসে তাঁর একমাত্র পুত্রকে এ জগতে প্রেরণ করেছেন। আর পুত্র যিশু ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে এবং মানুষকে ভালোবেসে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিলেন। সন্ন্যাস জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে ভালোবাসার মূর্ত প্রতীক হয়ে সকল স্তরের মানুষকে ভালোবাসতে হবে যেন তার একজন মানুষও পথভ্রষ্ট না হয়। সন্ন্যাস জীবনে পালকীয় কাজ; সকল স্তরের মানুষকে সেবা প্রদান করা। তাদের বড় পরিচয় হলো তারা হলেন একজন খ্রিস্টের সেবক। অপর খ্রিস্ট হিসাবে তারা নিজের আরাম আয়েশের চিন্তা বাদ দিয়ে অন্যদের সেবা কাজে সর্বদা ব্রতী হয়।

দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার দলিলসমূহ বলা হয়েছে যে, "যারা যাজক, ব্রতধারীবৃন্দ বা ধর্মীয় জীবনযাপন করেন তারা খ্রিস্টেতে ভ্রাতৃগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন, ঠিক যেভাবে খ্রিস্ট পিতার প্রতি বাধ্য হয়ে ভ্রাতৃগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন এবং অনেকের মুক্তির জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। এভাবেই তারা মণ্ডলীর সেবাকাজের সঙ্গে অধিকতর ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত হন এবং খ্রিস্টেরই পূর্ণতা পরিপূর্ণভাবে লাভ করার জন্য সাধনা করেন *(সন্ন্যাস জীবনের সময়োপযোগী নবায়ন, ধারা ১৪,পৃ:২৬৭)*। তারা জনগণকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলে যাতে করে তারা খ্রিস্ট মণ্ডলীতে এক মিলন সমাজ হিসাবে জীবন যাপন করতে পারে। এই মহান দায়িত্ব ব্রত গ্রহণের মধ্য দিয়ে স্বয়ং খ্রিস্ট থেকে পেয়ে থাকেন। যিশু খ্রিস্ট ঈশ্বর ও মানুষ। আর মানুষ হিসাবে তাঁর মধ্যেও মানবতা বা দয়া কাজ করে। লাজারের মৃত্যুতে তিনি কেঁদেছিলেন। বিধবার কষ্টের কথা চিন্তা করে তিনি বিধবার একমাত্র পুত্রকে জীবন দিয়েছেন। এই রকম আরো অনেক ঘটনা আমরা বাইবেল থেকে জানতে পারি।

সন্ন্যাসব্রতধারী-ধারিনীদের অপর খ্রিস্ট হিসাবে একজন মানুষের সহমর্মী হতে হয়। তাই মানুষের কষ্ট-দুঃখে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো, কষ্টে সান্ত্বনা, অভাবে সাহায্য এবং আরো বিভিন্নভাবে তাদের ভালোবাসা, সহমর্মীতা প্রকাশ করা প্রয়োজন। সেই জন্য বলা হয় যে, মানুষের জন্যই ঈশ্বর সন্ন্যাসীদের বিশেষ ভাবে ডেকেছেন। যিশু অন্যায়ের কাছে কখনো মাথা নত করেননি। শয়তান বিভিন্নভাবে তাঁকে প্রলোভিত করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু জয়লাভ করতে পারেনি। সন্ন্যাস জীবনে দৃঢ়বদ্ধভাবে সত্যের পথে থাকতে হয় এবং সত্যের পক্ষে সর্বদা সাক্ষী হওয়াই তাদের জীবনের লক্ষ্য। শান্তির দূত বা শান্তি প্রতিষ্ঠা করার এক মহান দায়িত্ব পাওয়া অর্থাৎ ঈশ্বরের এক মহা কৃপার ফল ত্যাগের জীবন। যিশু নিজে ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষক বা গুরু। তিনি কথায় নয় বরং কাজে সবাইকে শিক্ষা দিতেন। এই জন্যেই সবাই তাঁর শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য পিছু পিছু ছুটে চলতো। যিশু ছিলেন সংলাপের মানুষ। তিনি শিষ্যদের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সাথে সংলাপ করার শিক্ষা দিয়েছেন। যিশুর শিক্ষা ও ভালোবাসার কথা আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে তারা জনগণের সুখ-দুঃখের সহভাগি হয় ও তাদের আধ্যাত্মিক উন্নয়নের জন্য পরামর্শ ও সহযোগিতা দিয়ে থাকেন। আমরা বিশ্বাস করি যে, খ্রিস্টমণ্ডলীর ও জগতের প্রয়োজনে প্রভুর সেবায় স্বর্গীয় পিতা কিছু ব্যক্তিদের আহ্বান করেন ও তাদেরকে পবিত্র আত্মাদ্বারা পরিচালনা করেন যেন তারা স্বয়ং খ্রিস্টকেই দেখতে পান।

পরিশেষে বলতে চাই যে, যিশুর কথায়, "কেউ যদি আমার অনুসরণ করতে চায়; তবে সে আত্মত্যাগ করুক এবং নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমায় অনুসরণ করুক" *(মার্ক ৮:৩৪ পদ)*। যিশুর শিষ্যদের মত নিজেকে ত্যাগ করার মধ্য দিয়ে ত্যাগের জীবন বা সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করা হয়। এ নৈবেদ্য হল নিজেকে উৎসর্গ করা। অপর খ্রিস্ট হয়ে মানুষদের সেবা করা। খ্রিস্ট ছিলেন প্রকৃত সেবক ও যারা সন্ন্যাস জীবনযাপন করেন, তারাই খ্রিস্টের সেবা কাজ চালিয়ে যান পবিত্র আত্মার শক্তির দ্বারা। তাই বলা যায় যে, সন্ন্যাস জীবন হল আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ নিবেদন ও চূড়ান্ত ত্যাগের পরিচয়। এ নিবেদন ও ত্যাগ আনন্দমনে ও হাসি-খুশি মনে গ্রহণ ও পালন করতে হয়। এই সেবাকাজের শক্তি ও প্রেরণা আসে পিতা ঈশ্বরের কাছ থেকে। ২ ফেব্রুয়ারি; নিবেদিত জীবনের জন্য প্রেরণা ও উৎসাহের দিন। প্রতি বছর এই দিনটি তাই গুরুত্বের সাথে পালন করা হয় ও ঈশ্বরের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: নতুন সহস্রাব্দের জন্যে পবিত্র ক্রুশের আধ্যাত্মিকতা, পবিত্র ক্রুশের সংবিধান, 'স্মরণিকা' সন্ন্যাস জীবনে রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপন, ৪ নভেম্বর, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ, প্রতীতি, মূলভাব: "খ্রিস্টের বিশ্বস্ততা- যাজকের বিশ্বস্ততা" ৩১শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুন, ২০১০ খ্রি: দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার দলিলসমূহ, "যাজকদের সেবাকাজ ও জীবন বিষয়ক নিদের্শনামা" ও "সন্ন্যাস-জীবনের সময়োপযোগী নবায়ণ, সম্পাদনায় ফাদার ফ্রান্সিস গমেজ সীমা ও ফাদার বার্ণাড পালমা।

আগের দিনের মা আর বর্তমানকালের মা

বেঞ্জামিন সুবুলী গোমেজ

'আগের দিনের মা আর বর্তমানের মা' কথাটা যদিও বলতে পারা যায় কিন্তু কোথায় যেন একটা কষ্ট হয়। মা তো 'মা' ই। এর ভিতর আবার আগের পরের কি! তাই তো 'মা' এর কোন বিকল্প নেই। মাতৃত্বের মধ্য দিয়েই মেয়ে হয়ে জন্মানোর নারীদের জীবনের সার্থকতা। তবে হ্যাঁ; সময়, কাল এবং যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে মা'দেরও ধরণ পরিবর্তন হতে পারে এবং হয়েছেও। তবে সেখানে বেশির ভাগই সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অথবা পারিবারিক কারণ থাকে। 'মাতৃত্বের কোন বিকল্প নেই' কথাটা সবাই এক বাক্যে স্বীকার করে থাকে।

জীবকোষের জিনের মাধ্যমে জীবন-ধারাকে বংশগত'ভাবে পরবর্তী প্রজন্মের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এটা সৃষ্টির একটা ধারাবাহিকতা। আমাদের সমাজে তথা গোটা বিশ্বে তেমনি একটা ধারাবাহিকতার প্রচলন আছে, যা প্রাচীন অনেক ভাবধারা পরবর্তী প্রজন্মে সংক্রামণ রোগের মত প্রভাবিত হয়ে আছে। তাই তো প্রত্যেকটা মায়েদের তথা সমগ্র রমণীদের জীবনে থাকে ঘরের কাজ, সন্তান পালন, রান্না-বান্না , স্বামীর সেবা করা, শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা করে গোটা সংসার সামাল দেওয়া। এ সমস্ত মূল্যবোধের শিকড় দীর্ঘদিন থেকেই, যার গভীরতা বহু দূর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে। আমাদের মায়েরা কোন রকম প্রশ্ন বা কোন বিচারে না গিয়ে তারা তাদের সন্তান পালন, স্বামীর সেবা এবং সংসারের সব রকম ঝড়-ঝাপটাকে আশু-কর্তব্য বলে মেনে নিয়েছে।

আগের দিনে মায়েদের স্বামী-সন্তান সেবার বাইরেও সংসারের অনেক কাজ করতে হত। যেমন প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই হাঁস-মুরগি, গরু-বাছুর, ভেড়া বা ছাগল পোষার একটা রেওয়াজ ছিল। বিশেষ করে গরীব আর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেলাতে উল্লেখযোগ্য। এই গৃহপালিত পশু পালনের মাধ্যমে সংসার আর্থিক ভাবে কিছুটা হলেও সাহায্য হতো। যেহেতু পুরুষগণ বাহিরের কাজে বা কৃষিকাজে ব্যস্ত থাকে বা বাড়ির পুরুষ বিদেশে, তাই এগুলো বেশিরভাগই দেখাশোনার ভার থাকতো বাড়ির মায়েদের। মায়েদের আরও একটা বড় দায়িত্ব ছিল যে নিজের হাতে স্বামী-সন্তানের পছন্দ মত খাবার রান্না করা এবং তাদেরকে নিজ হাতে পরিবেশন করে তাদের খাওয়ানো। এর সাথে জড়িত থাকত মায়া-মমতা, স্নেহ-ভালবাসা আর অন্তরঙ্গতা, যার দ্বারা সংসারে গড়ে উঠত গভীর বন্ধন। মায়ার বন্ধনে সবায় একে অপরের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করত তাদের সম্পর্কের বন্ধন। বাড়ির মুরুব্বি থেকে শুরু করে যুবক-যুবতী এমনকি শিশুরাও এ মায়ার বন্ধনে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখত। মায়েদের এই নিঃস্বার্থ পরিশ্রম বাড়ির সবাই আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করত।

সময়ের ব্যবধানে আর আধুনিক যুগের সাথে তাল রেখে পরিবর্তন হয়েছে অনেক কিছু। আগে খুব কম সংখ্যক মায়েরাই চাকুরী করত। আর এখন বেশীরভাগ মায়েরাই চাকুরী করে, সংসারে আর্থিক টানা-পোড়নের হাত থেকে

নিজেদের স্বচ্ছল অবস্থায় রাখতে। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জীবনের চলার পথে অনেকটা কঠিন হয়েছে। একার আয়ে আর যেন সংসার চলতে চায় না। আধুনিকতার উন্নতির সাথে সাথে আগের তুলনায় এখনকার জীবন যাত্রার মানও বেড়েছে অনেক।

আগের দিনে প্রাচীন প্রথাকে ধরে মেয়েদের তেমন একটা শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। আবার কোথাও শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও নারীশিক্ষায় মানুষ তেমন একটা আগ্রহী ছিল না। মেয়ে মানে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিয়ে দিয়ে দিতে হবে। বিয়ের পর সংসার করবে, ছেলে-মেয়ে স্বামী আর সাথে থাকবে শ্বশুর শাশুড়ি ভাসুর-জা, ননদ-দেবর। শ্বশুরবাড়ির সেই পরিবেশ থেকে উঠে আসার কোন উপায় ছিল না।

একালে মেয়েরা সবকিছু উপেক্ষা করে উন্নত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে মা হয়। যার ফলে তাদের ঘরের থেকে বাইরেই বেশি সময় কাটাতে হয়। ঘরে রান্নার করার চাইতে বাইরের খাবারের চলটাই বেশি। সময়ের অভাবে হয়তো রান্নাটা হয়ে উঠে না। সন্তানের ভালবাসা আর ভাল লাগার জায়গা গুলো গভীরতার অভাব হয়ে আসছে। ফলে বিশেষ কিছু কিছু পরিবারের বাঁধন অনেকটাই হালকা মনে হচ্ছে। আর পরিবারের অন্যান্য সদস্যের দেখা-শুনা বা আদর-আপ্যায়নের তো কোন প্রশ্নই উঠে না!

এর উর্ধ্বে আর একটা সুফলও এসেছে মায়েদের জীবনে। আগের দিনের বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বাবাদের ভূমিকা থাকতো স্বল্প পরিসরে। মাসের শেষে রোজগারের খরচটা মায়েদের হাতে তুলে দিয়ে তার কর্তব্য পালন করে নিজেরা হাত-পা ছাড়া দিয়ে দায়িত্ব পালন হয়েছে বলে নিজেদের বেশ জাহির করতেন, বাকিটা সামাল দিতে হয়েছে মা'দের। এখন মেয়েরা তথা সমগ্র মায়েরা তাদের নিজের পরিসর বুঝতে পেরে প্রতক্যেটা স্বামীকে তাদের সাংসারিক কাজ থেকে শুরু করে সন্তান লালন-পালন করাটা নিজেদের সাথে অংশিদার করে নিয়েছে। বহির্বিশ্বের দেশগুলোতে গিয়ে আমাদের সমাজের ছেলেদের ধ্যান-ধারণা পরিবর্তনের মাধ্যমে স্ত্রীর সাথে সর্বপ্রকার কাজে সহযোগিতা করে থাকে।

অপর পক্ষে আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর ছেলেরা তাদের তথাকথিত পুরুষতান্ত্রিক সমাজ হিসাবে তাদের নিজেদের পৌরুষত্ব দেখিয়ে মেয়েদের তথা মা'দের উপর সব কিছু চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা শ্রেষ্ঠ আসনে নিজেদের স্থান করে নিয়েছে।

আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা এখানে উল্লেখ না করলেই নয়, আগেরদিনের মুরুব্বিদের একটা বিষয় ছিল যে মেয়েদের বা মেয়ে সন্তানদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিয়ে দেওয়া। এ ব্যাপারে অভিভাবক বা মুরুব্বিদের একটা অজানা চুক্তি ছিল যা তারা নিজেরাও কোনদিন চিন্তা করেনি।

সংসারে মেয়েরা তেরো কি চৌদ্দ বছর হলেই বিয়ে দেওয়ার একটা রেওয়াজ ছিল বটে। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থাও ছিল বিচিত্র। কোনো ঘরে কন্যা সন্তান দশে পা দিলেই তা'কে বিয়ে দেওয়ার জন্য পাড়া প্রতিবেশিদের গুঞ্জনে ঘরে থাকা সম্ভব ছিল না। ঘরে মেয়ে বড় হলেই মা-বাবাকে মেয়ের বিয়ে দিতে না পারার অপরাধে জাত খোয়াতে হতো! (বিশেষ করে হিন্দু সমাজে) মেয়ের বিয়ে না দেওয়াটা মা-বাবার কাছে ছিল এক

মৃত্যু যন্ত্রণা। তারপর মেয়ের বিয়ে দেওয়াও কি তত সহজ ছিল? এরজন্য প্রয়োজন হতো একজন পাত্রের সাথে টাকা-পয়সা, সামাজিক প্রথা অনুযায়ী বিয়ে দেওয়াটা যা অনেকের পক্ষে সম্ভবপর ছিলো না।

তবে অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়ার পিছনে আগের দিনে জ্ঞানী-গুণী পণ্ডিতদের ছিল একটা লজিক্যাল কারণ।

সৃষ্টির নিয়মানুসারে মেয়েদের জীবন একটা নির্দিষ্ট নিয়মে চলে এবং সেটা বয়স আর সময়ের সাথে সীমিত। (তার মানে এটাও নয় যে ১০-১৫/১৬ বছরের মেয়েদের বিয়ে দিতে হবে)

নির্দিষ্ট একটা বয়সে মেয়েরা যৌবনাপ্রাপ্ত হয় এবং একটা নির্দিষ্ট সময়ে বা বয়সের সাথে সাথে তা ভাটা পরে। মেয়েদের জীবনের আনন্দময় সময়টাকে বেশিদিন ধরে রাখার জন্যই হয়তো মনি-ঋষিগণ এরকম একটা মনোভাব পোষণ করে সেটাকে সামাজিক নিয়মের আওতায় নিয়ে আসেন। তখনকার সমাজ এ বিষটাকে 'মেনে' নিয়েছিল, আর এই 'মানিয়ে' নেওয়াটাই ছিল তৎকালীন একটা প্রথা।

বর্তমানে মেয়েদের বিবাহ সময় অন্য আঙ্গীকে দেখা যায়। শিক্ষাজীবন শেষ করে নিজের পায়ে স্বাবলম্বী হয়ে বিয়ে করে, তাতে জীবন থেকে অনেকটা বছর পেরিয়ে যায়, মাঝে থাকে খুবই একটা অল্পসময় যা হয়তো যথেষ্ট নয়।

স্ত্রী যখন তার নারীত্বকে দিনের পর দিন হারিয়ে ফেলতে থাকে বা আস্তে আস্তে মলিন হতে থাকে, স্বামী যখন আগের মত করে তার স্ত্রীকে পায় না, স্বামীর ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থেকে যায় বা স্ত্রীর স্বামীকে বেশী সোহাগ করতে ভাল লাগে না ঠিক তখন থেকেই আসে সংসারে অশান্তি যা আজকাল সমাজে অহরহ দেখা যাচ্ছে, এমনকি বিয়ের অনেক বছর হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। বর্তমান বিশ্বে বিবাহ বিচ্ছেদ অহরহ হচ্ছে, যা এর একটা কারণ ধরে নেওয়া যেতে পারে।

আগের দিনে যে শব্দটা বহুল প্রচলিত ছিল তা হলো 'মেনে নেওয়া'। এই 'মেনে নেওয়া' শব্দটা এখন আর চলে না। মেয়েরা পড়া-লেখা করে নিজেদের মত করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখেছে, কাজেই তারা তাদের অধিকার আদায় করে নিতে জানে। পুরুষের বা স্বামীদের দাসত্ব প্রথা এখন আর কার্যকরী নয়। সুতরাং আগের দিনের একঘেয়েমি জীবন থেকে মেয়েরা বেড়িয়ে তাদের মত করে স্বামী সন্তান নিয়ে সংসার করতে চায়। এর বিনিময়ে হয়তো তারা অনেক কিছু হারায়। তারপরও তারা যা পায় সেটা হারানোর থেকে অনেক বেশী। এভাবেই যুগের পর যুগ অনেক কিছুর সাথে আমাদের 'মা'দের ও অনেক পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়। সকল 'মা' দের প্রতি রইল আমাদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

(১৪ নং পৃষ্ঠার বাকি অংশ)

উঠল। টিফিনের ঘন্টা পড়ার দশ মিনিটের মধ্যেই ওরা ৫ জন হেড মিসট্রেসের অফিসে ঢুকতেই দেখতে পায় সৌম স্যার বসে আছেন। হেড মিসট্রেস ওদের বসতে বললেন। ভয়ে ভয়ে ওরা চেয়ারে বসল। ওদের বসার ধরণ দেখে সৌম্য বাবু হেসে ফেললেন। সৌম্য বাবুর হাসি দেখে ওরা ফ্যাল ফ্যাল করে সৌম্য স্যারের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। হাসি থামিয়ে সৌম্য বাবু বললেন তোরা এত ভয় পেয়ে গেলি কেন? তোরা তো কোন অপরাধ করিসনি। তোদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। প্রধান শিক্ষিকা বললেন, তোমাদের এখানে ডাকার পেছনে প্রধান কারণ হলো সামনে তোমাদের এসএসসি পরিক্ষা। তাই তোমরা কে কেমন প্রস্তুতি নিচ্ছ তা জানার জন্য এবং তোমাদের কারও কোন সমস্যা আছে কিনা তা জানার জন্য। তোমাদের ৫ জনের উপর নির্ভর করছে স্কুলের সুনাম এবং ভবিষ্যৎ। আমরা তোমাদের কাছে অনেক কিছু আশা করছি। তোমরা ৫ জন তা দিতে পারবে। এটা আমাদের বিশ্বাস। এরপর শ্রাবন্তীর দিকে তাকিয়ে বলেন, শ্রাবন্তী পারবে না তুমি জিপিএ গোল্ড পেতে? সৌম্য বাবু বলেন জিপিএ গোল্ড পাওয়া শ্রাবন্তীর কাছে কোন কঠিন কাজ নয়। চেষ্টা করলে আলিসাও পেতে পারে। প্রধান শিক্ষিকা বললেন আলিসা, পরমা, বর্ষা ও শ্রেয়সী তোমার জিপিএ ৫ পাবেই। এতে কোন সন্দেহ নেই। শিক্ষকদের কথা শুনে সবাই স্বস্থি ফিরে পেল। এতক্ষণ সবাই একটা টেনশনে ছিল কি জানি কোন ভুলে কি বকুনি খেতে হয়? সবাই রিলাক্স হলো। বর্ষা বলল, স্যার ইংরেজী দ্বিতীয় পত্রে আমার একটু সমস্যা আছে। হেড মিসট্রেস বললেন, শুধু ইংরেজী দ্বিতীয় পত্র নয় যার যেসব সাবজেক্টে সমস্যা আছে নির্ভয়ে সেই সাবজেক্টের টিচারকে বলবে। তারপর সৌম্য বাবুকে বললেন, স্যার আপনি বিষয়টি দেখবেন। যার যে সাবজেক্টে জানার আছে বা বোঝার আছে আপনি সেই টিচারকে বলে দেবেন তাকে সাহায্য করতে। আর শোন খুব অল্প সময় তোমাদের হাতে আছে কোন মতেই সময় নষ্ট করো না। বন্ধুবান্ধব, বয়ফ্রেন্ড, গার্লফ্রেন্ড, মোবাইল ফোন সব বন্ধ রাখবে। মনে রাখবে এটাই জীবনের মোক্ষম সময়। কেউ যদি তোমাদের ডিস্টার্ব করে রাস্তাঘাটে বা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তবে ফোন বন্ধ রাখবে। মোবাইলের সিম কার্ড খুলে রাখবে। প্রয়োজনে মোবাইল ফোন নদীতে ফেলে দেবে। একটা মোবাইল ফোনের চেয়ে তোমাদের জীবনের ক্যারিয়ার অনেক মূলবান। শিক্ষার স্বর্ণ শিখরে পৌঁছার প্রথম ধাপ (সিঁড়ি) তোমরা পার করতে যাচ্ছ। ভয় পেয়ো না আমরা তোমাদের সাথে আছি। ঠিক আছে? সকলেই নির্ভয়ে সম্মতি প্রকাশ করে। হেড মিসট্রেস বললেন, এবার তোমরা এসো। সবাই হাসি খুশি মন নিয়ে হেড মিসট্রেসের অফিস থেকে বেরিয়ে আসে। শ্রাবন্তী, বর্ষা, শ্রেয়সী, পরমা, আলিসা সবার মনে সাহস এবং উদ্দীপনা দেখা গেল। শ্রাবন্তী যেন এরকম কিছুর অপেক্ষায় ছিল। ঠিক সময়মত শিক্ষকদের কাছ থেকে উৎসাহ আর সহযোগিতা পেয়ে ছাত্রীরা পড়াশুনায় মনযোগ দিল। শ্রাবন্তী, পরমা, আলিসা, বর্ষা ও শ্রেয়সী সবাই বুঝতে পেরেছে ভাল রেজাল্ট করতে হলে চাই শুধু পড়া পড়া আর পড়া। পড়ার কোন বিকল্প নেই। পরিক্ষার সময় কাছে আসতেই আবার শ্রাবন্তীর মোবাইল ফোন বাজতে শুরু করে। কখনও দুপুরে কখনও সন্ধ্যায়। যতবারই বাজে শ্রাবন্তী মোবাইল নম্বরটা দেখে মোবাইল বন্ধ করে দেয়। শ্রাবন্তী ভাবে মোবাইলে কথা বললেই নতুন করে সুযোগ পেয়ে যাবে। আমি সেই সুযোগ দেব না। এই মোবাইল ফোনের কারণে আমি আমার ক্যারিয়ার নষ্ট হতে দেব না। প্রধান শিক্ষিকার কথাগুলো মনে প্রাণে মনে রাখবে এটাই তোমাদের জীবনের মোক্ষম সময়। শিক্ষার স্বর্ণ শিখরে উঠার প্রথম সিঁড়ি তোমরা অতিক্রম করছ। প্রয়োজনে মোবাইল নদীতে নিক্ষেপ করবে। একটি মোবাইল ফোনের চেয়ে তোমাদের জীবনের ক্যারিয়ার অনেক মূল্যবান। শ্রাবন্তীর ইচ্ছা করছিল নাম্বারটা নোট করে প্রধান শিক্ষিকার হাতে দিয়ে বলি এই নাম্বারে গত এক মাস যাবৎ আমাকে ডিস্টার্ব করছে। কিন্তু শ্রাবন্তী তা করল না। শ্রাবন্তী মনে করে মোবাইল নাম্বারটা দিয়ে অভিযোগ করলে প্রধান শিক্ষিকা এর বিরুদ্ধে যদি আইনের আশ্রয় নেয় তাহলে এই বখাটে ছেলের কঠিন শাস্তি হতে পারে। সেই শাস্তি ভোগের পর তার মধ্যে একটা প্রতিহিংসা জেগে উঠলে সেটার পরিণাম আরো ভয়াবহ হতে পারে। এসএসসি পরিক্ষায় প্রথম দিন ২৮ জন পরিক্ষার্থীসহ প্রধান শিক্ষিকা সহকারী প্রধান শিক্ষক ও ধর্ম শিক্ষক হুজুর সকলেই বাজারে বোট ঘাটে যথাসময়ে উপস্থিত হয়। বোটে উঠার আগে সবাইকে এক সঙ্গে জড়ো করে প্রধান শিক্ষিকা বললেন, সবাই যার যার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ঠিকমত এনেছ তো? সকলেই এক সঙ্গে বলে উঠল, হ্যাঁ। প্রধান শিক্ষিকা আরও বললেন, পরিক্ষা শেষ হলে কেউ এদিক সেদিক যাবে না সোজা বোটে এসে বসবে আমি তোমাদের সাথে কথা বলব। এবার সবাই বোটে উঠ। ঠিক এমন সময় শ্রাবন্তীর মোবাইল ফোন বেজে উঠে। শ্রাবন্তী মোবাইলটা হাতে নিয়ে দেখল সেই নাম্বার এক মুহূর্ত চিন্তা না করে হাতের মোবাইল ফোনটা নদীতে নিক্ষেপ করে আর মনে মনে বলে তোমার চেয়ে আমার জীবনের ক্যারিয়ার অনেক বড় .....।

গল্প

একটি মোবাইল ফোন

যোসেফ শরৎ গমেজ

স্কুল থেকে ফিরে শ্রাবন্তী সোজা ওর ঘরে ঢুকে টেবিলের উপর বইপত্রগুলো রেখে সটান বিছানায় শুয়ে পড়ে। শরীরটা বেশ ক্লান্ত অনুভব করছে। সামনে এসএসসি পরিক্ষা শুধু পড়া আর পড়া। হেড মিস্ট্রেস বলেছেন এবার আমাকে জিপিএ গোল্ড পেতেই হবে। স্যারদের তো কথাই নেই, তারা মনে করেন জিপিএ গোল্ড আমি পেয়েই গেছি। কিন্তু আমি তো জানি এটা আমার জন্য কত কঠিন কাজ। আমার সহপাঠী যারা আছে তাদের মধ্যে শ্রেয়সী, আলিসা, পরমা আর বর্ষা ওরা অনেক ভাল ছাত্রী। ক্লাশে এদের রুল নাম্বার আমার পর পরই। সহকারী প্রধান শিক্ষক সৌম্য বাবু, আসলে পুরো নাম সোমনাথ চক্রবর্তী। আমরা ক্লাশে সবাই সোম স্যার বলে থাকি। আমাকে একদিন ডেকে বললেন, শ্রাবন্তী অংকগুলো বাড়িতে একটু প্র্যাক্টিস করো। অন্তত যেগুলো আমি ক্লাশে করাই সেই অংকগুলো। আসলে স্যার জানেন না ক্লাশে তার শেখানো সব অংকগুলোই আমি খাতায় নোট করি। তারপর বাড়িতে এসে রাত এগারটা পর্যন্ত প্র্যাক্টিস করি। অংকের জন্য সময়টা বেশীই ব্যয় করি। বিছানায় শুয়ে শুয়ে শ্রাবন্তী ভাবে আমি কি পারবো স্যারদের প্রত্যাশা পূরণ করতে? এমন সময় ওর মায়ের ডাক শুনতে পায়। মা ওকে স্নান করার জন্য ডাকছে। মায়ের ডাক শুনে শ্রাবন্তী তাড়াতাড়ি উঠে জামা কাপড় পাল্টে নেয় তারপর বাইরে এসে মায়ের সামনে দাঁড়ায়। মা, শ্রাবন্তীকে দেখে বলে, তাড়াতাড়ি স্নান করে নে আজ রথের মেলায় যাবো। সত্যিই? হ্যাঁ সত্যিই। শ্রাবন্তী গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে স্নান ঘরে ঢুকে। ঠিক এমন সময় শ্রাবন্তীর মোবাইল ফোনটা বেজে উঠে। শ্রাবন্তী স্নান সেরে ঘরে ঢুকে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মাথার চুল আচরাইতে থাকে। হঠাৎ টেবিলের উপর রাখা মোবাইলটা আবার বেজে উঠে। শ্রাবন্তী মোবাইলটা হাতে নিয়ে দেখে সেই আগের নাম্বার। প্রায় দু'মাস ধরে এই নাম্বারটা শ্রাবন্তীকে বিরক্ত করছে। শ্রাবন্তী একবারও ধরেনি। আজও ধরলনা। মোবাইলটা রেখে দিল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সুন্দর করে মাথা আচড়িয়ে লম্বা বেণী করে। শ্রাবন্তীর মাথা ভরা লম্বা চুলই ওর সহপাঠিদের কাছ থেকে ওকে আলাদা করে রেখেছে। ফর্সা রং তার উপর ডাভ সাবান ব্যবহার করে। কপালে ছোট্ট করে একটা লাল টিপ দেয়। এই সামান্য প্রসাধনীতেও শ্রাবন্তীকে আলাদা করে চেনা যায়। এই চুলের জন্যই শ্রাবন্তীর বন্ধুরা ওকে হিংসে করে। বিকেলে শ্রাবন্তী ওর মায়ের সাথে রথের মেলা দেখতে গেল। হালকা গোলাপী রংয়ের সালোয়ার কামিজ পরে, লম্বা দু'টো বেণী করে বেণী দু'টো দু'দিকের কাধের উপর দিয়ে সামনে নামিয়ে দেয়। দেখতে খুবই চমৎকার লাগে। মায়ের সাথে ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকে রথের মেলা। সুন্দর করে সাজানো রথটাকে খুব কাছ থেকে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে শ্রাবন্তী। কিছুক্ষণ দেখার পর একটা রকমারি দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে কিছু কেনাকাটা করে। মোবাইল রাখার জন্য ছোট্ট একটা ব্যাগও কিনলো। ব্যাগটা চিকন ফিতা দিয়ে লাগানো কাঁধে ঝোলানো যায়। ব্যাগটা কিনে মোবাইলটা ব্যাগে ভরে কাঁধে ঝুলিয়ে রাখে। ঠিক এমন সময় মোবাইল বেজে উঠে। ফোনটা ব্যাগ থেকে বের করে হ্যালো বলতেই অন্য প্রান্ত থেকে বলে উঠে, প্লিজ শ্রাবন্তী ফোনটা বন্ধ করোনা, আমার কথা শুন। আমি অনেকদিন ধরে তোমাকে ফোন করছি তুমি ফোন ধরই না। তবুও আমি নিরাশ হইনি। আমি জানি একদিন তোমার সাথে কথা বলতে পারব। আমি জানি তুমি আমার কথা শুনবে। তুমি যে দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছো ঐ দোকানের ভেতর সেলফের উপর একটা প্রেজেনটিশন তোমার জন্য কিনে রেখেছি। কাঁচের গ্লাসের ভেতর একটা লাল গোলাপ। দোকানদারকে শুধু বল আমি ওটা দেখতে চাই তাহলেই দোকানদার তোমাকে একটা প্যাকেট করে দিয়ে দেবে। এই পর্যন্ত শুনার পর শ্রাবন্তী সঙ্গে সঙ্গে ফোন কেটে দেয়। ওর মা জিজ্ঞেস করে কে ফোন করেছে। শ্রাবন্তী বলল, চিনি না কে করেছে। শ্রাবন্তীর মা বলল, তাহলে কার সাথে কথা বললি? রাগত স্বরে শ্রাবন্তী বলল, আমি কোথায় কথা বললাম? আমি শুধু শুনলাম। কিছুই বুঝতে পারলাম না তাই কেটে দিলাম। শ্রাবন্তীর কথা শুনে শ্রাবন্তীর মা বলল হয়তো কেউ রং নাম্বারে ফোন করেছে। রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবতে থাকে কে এই বখাটে ছেলে যে আমাকে লাল গোলাপের প্রেজেনটিশন কিনে আমার জন্য দোকানের সেলফের উপর রেখেছে। কি বলতে চায় শ্রাবন্তী সেটা আন্দাজ করতে পেরেছে। এই রকম মানুষ খুবই ভয়ংকর হয়। শ্রাবন্তীর মনে পড়ে ওর মামাতো বোন বিশাখা দিদির কথা। এসএসসি পাশ করে ঢাকায় হলিক্রশে ভর্তি হয়েছে হঠাৎ করে একটা ছেলে ওর পেছনে লাগে। প্রতিদিনই কলেজের ছুটির সময় গেইটের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতো। কলেজ থেকে বের হলে রাস্তায় ওর পাশাপাশি হাঁটতো কথা বলতে চাইতো। এরপর ফোনে বিরক্ত করা শুরু করে। বিশাখাদিও খুব শক্ত মনের মানুষ কিছুতেই পাত্তা দেয়নি। তাতেও বিশাখাদির কোন লাভ হয়নি। বরং পড়াশোনার প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। ইন্টারে ভাল করতে পারেনি। অথচ খুব ব্রিলিয়েন্ট ছাত্রী ছিল। শ্রাবন্তী ভাবে আমি কি সেই পথে হাঁটছি? হঠাৎ বিছানা থেকে ওঠে বাতি জ্বালিয়ে টেবিলের উপর রাখা পানির মগ থেকে গ্লাসে পানি ঢেলে ডগ্ ডগ্ করে এক গ্লাস পানি খায়। পাশের বিছানায় শ্রাবন্তীর মা অঘোরে ঘুমাচ্ছে। শ্রাবন্তীর চোখে ঘুম নেই। সামনে এসএসসি পরিক্ষা ঠিকমতো পড়াশোনা করতে না পারলে শিক্ষকদের প্রত্যাশা পূরণ করা যাবে না। এখন আমি কি করি। ঘরের লাইট বন্ধ করে আবার এসে বিছানায় বসে শ্রাবন্তী। মনে মনে ভাবে বিষয়টা কি প্রধান শিক্ষিকার সাথে আলাপ করবো? না না অসম্ভব! আমার কথা শুনে প্রধান শিক্ষিকা যদি ঐ ছেলের সাথে কথা বলে কিংবা ওকে শাসন করে তাহলে তো ঐ ছেলে আমার উপর আরো প্রভাব খাটাতে চাইবে। আমার কাছে আসার সুযোগ খুঁজবে। সহ-পাঠিদের কাছে তো বলাই যাবে না তাহলে হাটে হাড়ি ভাঙ্গা হবে। শ্রাবন্তী বিছানায় শুয়ে চিন্তা করতে লাগলো। কিভাবে এ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। হঠাৎ মনে পড়ল বিষয়টা মাকে বললে কেমন হয়। পর মুহূর্তেই ভাবে না মাকে বলা যাবে না তাহলে মা অনেক চিন্তা করবে। তাহলে কি করি? কি করি কি করি করতে করতে শ্রাবন্তী ঘুমিয়ে পড়ে। পরদিন ক্লাশে বারবারই শ্রাবন্তী অন্যমনষ্ক হয়ে পড়ে। কিছুতেই পড়ায় মন বসাতে পারে না। বারবারই একই দুঃশ্চিন্তা ওকে পেয়ে বসে। বিষয়টা ক্লাশ টিচার সৌম্য বাবু বুঝতে পারেন। ক্লাশ শেষে তিনি প্রধান শিক্ষিকার সাথে বিষয়টা আলাপ করেন। পরদিন ক্লাশে একটা নোটিশ আসে প্রধান শিক্ষিকার অফিস থেকে। শ্রাবন্তীদের ক্লাশে তখন ইতিহাস পড়াচ্ছিলেন সন্তোষ বাবু। নোটিশটা পড়লেন। পরমা, শ্রাবন্তী, শ্রেয়সী, আলিসা ও বর্ষা ক্লাশ শেষে তোমরা হেড মিসট্রেসের অফিসে যাবে। হেড মিসট্রেসের অফিসে যাবার কথা শুনে সবাই ভয় পেয়ে গেল। সবাই একে অপরকে জিজ্ঞেস করে কি জন্য ডেকেছে জানিস? কেই বলতে পারল না, কিজন্য ডেকেছে। আলিসা শ্রাবন্তীকে কিছু বলতে যাচ্ছিল ঠিক এমন সময় ঘন্টা বেজে

(বাকি অংশ ১৩ নং পৃষ্ঠায় পড়ুন...)

(গত ৩ সংখ্যার পরবর্তী অংশ...)

নতুন গির্জা নির্মাণ ও পুরাতন গির্জা সংস্কার বিষয়ক নীতিমালা

ফাদার ইউজিন জে. আনজুস সিএসসি

পুণ্য সঙ্গীত যে এত গুরুত্বপূর্ণ এ কথা আরও বহু উপাসনা বিষয়ক পুণ্য দপ্তরে সংবিধি ও পোপ মহোদয়গণের পালকীয় পত্র কিংবা ডিক্রি সমূহ, যেমন – *Musicam Sacram,* (Pope Paul VI, 5 March, 1967) *Liturgiam Authenticam* (Pope Benedict XVI, 28 March, 2001)-এর মধ্যে পাওয়া যায়। একই ভাবে নতুন গির্জা নির্মাণ ও পুরাতন গির্জার সংস্কারের নীতিমালায় উল্লেখ করা হয়েছে :

"As Christians we have found music an appropriate way to express our faith, and part of common memory is the worship of God through music. We learn in Scripture how significant music was for the Jewish people in their Worship (cf. Ex ch 15, 1 Chron 15:16, Ex 15:21, Jer 20:31)… The most familiar reference (in New Testament) is the passage from Ephisians (5:18b-19), in which the writer teaches the church at Ephesus what to do when it gathers for worship: "Be filled with the Spirit, addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with all your hearts" (James F. & Susan J. White, *Church Architecture, Building and Renovating*).

উপাসনা-অনুষ্ঠানে পুণ্য সঙ্গীতের সর্ব প্রথম ও প্রধান কারণ হলো, সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের বিশ্বাস ঘোষণা করি। এজন্য অত্যাবশ্যকীয় ভাবে গানের দলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হল ভক্তমণ্ডলী যেন এক সাথে উপাসনার পুণ্য সঙ্গীতসমূহ গাইতে পারেন তার নিশ্চয়তা দান করা ও সবাইকে গান করতে সহায়তা করা। এই কাজটি সঠিকভাবে করতে হলে গানের দলের জন্য উপযুক্ত জায়গা প্রয়োজন – প্রথমত, গানের দলের সদস্যরা যেন উপাসনায় কখন, কি হচ্ছে তা ভালমতো লক্ষ্য রাখতে পারেন, দ্বিতীয়ত, উপাসনা-পরিচালক অথবা পৌরহিত্যকারী যাজক যেন তাদের সাথে যোগাযোগ রাখতে পারেন এবং তৃতীয়ত, ভক্তমণ্ডলী যেন গানের দলের কণ্ঠস্বর শুনতে পান।

উপাসনায় যেন সকলে একসাথে গান করতে পারেন তার জন্য গানের দলের যে দায়িত্ব রয়েছে–কিন্তু গির্জায় সেই গানের দলের উপযুক্ত স্থান কোথায় হওয়া উচিত? গানের দল কোথায় অবস্থান করলে উপাসকমণ্ডলীকে সমবেতভাবে গান করতে সহায়তা করতে পারবে–এ বিষয়ে কয়েকটি সম্ভাব্য স্থানের কথা বিবেচনা করা যেতে পারে, যেমন– গির্জার পিছনে ব্যালকনিতে, উপাসক মণ্ডলীর পিছনে, উপাসক মণ্ডলীর মাঝে, কিংবা উপাসকমণ্ডলীর সম্মুখভাগে হতে পারে।

বাংলাদেশের গির্জাগুলোর মধ্যে ঢাকার হাসনাবাদ ও গোল্লা ধর্মপল্লীর গির্জার পিছনে ব্যালকনি আছে। কিন্তু হাসনাবাদ গির্জার ব্যালকনি এখন আর গানের দলের জন্য ব্যবহৃত হয় না। গোল্লা ধর্মপল্লীর ব্যালকনিও এখন ব্যবহার করা হয় না, তবে এটিকে পুনরায় (ভিন্ন ভাবে) ব্যবহার করার পরিকল্পনা রয়েছে বলে বর্তমান পালপুরোহিত জানালেন। চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের ক্যাথিড্রাল গির্জায় এবং জামালখান গির্জায় ব্যালকনি আছে এবং তা ব্যবহার করা হয়। এছাড়া আরও কোন গির্জায় গানের দলের জন্য ব্যালকনি থাকতে পারে, তবে আমার তা জানা নেই। ঢাকার রমনা ক্যাথিড্রালের পিছনে ব্যালকনি না থাকলেও গির্জার *nave* প্রশস্ত হওয়াতে গানের দল উপাসকমণ্ডলীর পিছনে থাকলেও পুণ্যস্থানে যা হচ্ছে তা অনুসরণ করতে অসুবিধা হয় না, আর এজন্য উপাসকমণ্ডলীর পিছনে থেকেই গান পরিচালনা করা হয়। যে সব গির্জা লম্বা বা দীর্ঘাকৃতির এবং পিছন দিক থেকে পুণ্যস্থানে উপাসনা-অনুষ্ঠান অনুসরণ করা সম্ভব হয় না, তাই সেইসব গির্জায় এই সম্ভাবনাটি 'প্র্যাকটিক্যাল' নয়। বাংলাদেশের অধিকাংশ গির্জাগুলোর আর্কিটেকচারাল কাঠামো অনুসারে উপাসকমণ্ডলীর প্রথম সারি ও পুণ্যস্থানের মধ্যবর্তী স্থানে, কিন্তু ডান অথবা বাম–যে-কোন একপাশে এমন ভাবে গানের দল থাকতে পারে যাতে তাদের জন্য উপাসকমণ্ডলীকে আড়ালে পড়তে না হয়। মোট কথা, গির্জা নির্মাণের পূর্ব থেকেই গানের দলের স্থান কোথায় হবে, এবং কতটুকু জায়গা লাগবে, এই সমস্ত বিষয় গুলো বিবেচনায় রাখতে হবে। পুরাতন গির্জা সংস্কার করার সময়ও এ বিষয়টি লক্ষ্য রাখ প্রয়োজন।

জ) শব্দগত মান *(Acoustic Quality)*: যে-কোন অডিটরিয়াম বা হল রুম, যেখানে সাউণ্ড সিস্টেম ব্যবহার করা হয়, তার মতো গির্জা ঘরের অভ্যন্তরেও সাউণ্ড সিস্টেমের ব্যবহার একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। কিন্তু গির্জার ভিতরের দেয়াল ও ছাদ যদি খুব মসৃণ হয় তা হলে সাউণ্ড সিস্টেম যত ভাল আর দামী হোক না কেন, ভাল ফল পাওয়া যাবে না – শব্দের মাত্রা *(volume)* কম হলে সবার জন্য শ্রবণগ্রাহ্য হয় না, আর মাত্রা বাড়ালে প্রতিধ্বনি হয়। তাই প্রধানত গির্জার অভ্যন্তরের আর্কিটেকচারাল ডিজাইন এমন হওয়া প্রয়োজন যাতে এক দিকে শব্দ উপাসকমণ্ডলীর পিছন পর্যন্ত এবং পার্শ্ববর্তী স্থানে যারা থাকেন–সবার কাছে যেন পৌঁছে, সে দিকে লক্ষ্য রাখা গির্জার নির্মাণ শৈলীর প্রয়োজনীয় একটি দিক।

প্রাচীন কালে যখন বিদ্যুৎ ও সাউন্ড সিস্টেম ছিল না তখনকার পাশ্চাত্যের গির্জাগুলোর আর্কিটেকচারাল বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, তখনকার গির্জাগুলোর দেয়াল ও পিলারের সমন্বয় করে এমন ভাবে নির্মাণ করা হতো যাতে 'পুলপিট' *(pulpit)* এবং পুণ্যস্থান থেকে কথা বললে গির্জার প্রতিটি অংশে, প্রতিটি কোনায় উচ্চারিত শব্দ বা কথা পৌঁছাতে পারে। আধুনিক যুগে শহর-গ্রাম সবখানেই যথেষ্ট উন্নত সাউন্ড সিস্টেম সহজলভ্য হয়েছে, তথাপি গির্জার নির্মাণ শৈলীতে *acoustic quality* যদি ঠিক না থাকে, তাহলে এদিকে ত্রুটি থেকে যায় এবং এ কারণে উন্নত মানের সাউন্ড সিস্টেমও ভালভাবে কাজ করে না। প্রাচীন গির্জাগুলোর বৈশিষ্ট্য এরূপ যে, এগুলোর দেয়াল পাথর কেটে গাঁথা এবং পলেস্তরা বিহীন, তাই মসৃণ নয় বলে শব্দ শোষণ বা absorb করে নেয় বলে প্রতিধ্বনি হয় না। Acoustic quality-এর বিষয়ে জেমস ও সুজান হোয়াই বলেন :

"Few factors are as inevitable as acoustics and yet have such massive influence on the character and quality of worship celebrated in a building. Acoustics can enable and enhance congregational singing or almost destroy it. Bad acoustics can make even the best preaching inaudible or ruin the majesty of a pipe organ in which the congregation may have

invested hundred of thousand dollars" (*ibid*).

এ বিষয়ে ঢাকার রমনা ক্যাথিড্রাল গির্জা একটি উত্তম উদাহরণ হতে পারে। এই গির্জাটি নির্মাণের সময় থেকেই ভিতরের অংশে–এর ছাদ, পিলার ও দেয়ালে কখনও পলেস্তরা ব্যবহার করা হয়নি–গির্জা নির্মাণের কাজে অর্থ সংকুলান হয়নি তার জন্য নয়, তা করা হয়নি প্রধানত *acoustic quality*-এর জন্য! পলেস্তরাহীন অংশগুলো একেবারে মসৃণ ছিল না যা শব্দকে প্রতিফলিত করে প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করে। অপর দিকে গির্জার ভিতরের পুরো অংশ পলেস্তরাহীন থাকার কারণে এর মধ্যে ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত, যাকে *honeycomb* বলা হয়। এই অমসৃণ গাঁথুনি ও *honeycomb* -এর কারণে *acoustic quality* অত্যন্ত ভাল ছিল। দ্বিতীয়ত পাশ্চাত্যে বহু শতাব্দির পুরাতন পাথর গেঁথে তৈরী গির্জার যে সৌন্দর্য তার সাথে সামঞ্জস্য রেখেই গির্জাটিতে এর 'ঢালাই' করা অবস্থার নান্দনিকতা রক্ষা করার পরিকল্পনা ছিল। এখন গির্জাটি পলেস্তরা করাতে হয়তো 'আধুনিকতা' এসেছে, কিন্তু হারিয়ে গেছে এর *acoustic quality*! যেখানে বহু বছর পর্যন্ত শুধু সামনের দু'পাশে দু'টি পিলারে মাত্র দু'টি কলাম স্পিকারই যথেষ্ট ছিল, এখন অত্যাধুনিক এবং অনেকগুলো বিশাল সাউণ্ড বক্স বসানোর পরও শব্দগত ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। এটা সাউণ্ড সিস্টেমের জন্য নয়, গির্জার *acoustic quality* হারিয়ে বা সরিয়ে ফেলার কারণে (পরলোকগত সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ ফাদার জেমস টি. বেনাস সিএসসি-এর তথ্য অনুসারে)।

অতএব, গির্জার নির্মাণ শৈলীর শব্দগত মানের ত্রুটির কারণে উপাসনা পরিচালনা, বাণী-ব্যাখ্যা, কিংবা পুণ্য সঙ্গীত যেন বিঘ্নিত না হয় সে দিক গুলো দালান নির্মাণের আগেই নিরীক্ষণ করা জরুরী একটি বিষয়। কারণ দালানটি একবার নির্মাণ করে ফেলার পর তার শব্দগত মান বা *acoustic quality* ঠিক-ঠাক করা কঠিন হবে। তাই কর্তৃপক্ষ ও প্রকৌশলী উভয়েরই গির্জা নির্মাণের পরিকল্পনায় এ দিকটিও বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন।

ঝ) অন্যান্য বিশেষ স্থানসমূহ *(Other Spaces for special needs)*: গির্জা এবং সেখানে উপাসনা অনুষ্ঠানাদির সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আরও কয়েকটি স্থান রয়েছে যেগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এগুলো উপেক্ষা করার মতো বিষয় নয়।

(১) সেবাকারীদের স্থান *(Space for Ministers)*: উপাসনা-অনুষ্ঠানে, বিশেষত খ্রিস্টযজ্ঞানুষ্ঠানে পৌরহিত্যকারী যাজক ছাড়াও আরও 'সেবাকারী' বা *Ministers* দায়িত্ব পালন করেন। তাঁদের মধ্যে বেদীসেবক *(Acolytes)*, বাণী-ঘোষক *(Lectors)* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বিভিন্ন উপলক্ষ্যে একাধিক 'সহার্পণকারী' যাজক উপস্থিত থাকেন। উপাসনা-অনুষ্ঠান চলা-কালে তাঁরা কোথায় থাকবেন, অর্থাৎ তাঁদের স্থান কোথায় হবে–এই বিষয়টি যদি গির্জা নির্মাণের পরিকল্পনায় না তাকে তাহলে যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার পুণ্য *উপাসনা বিষয়ক সংবিধানে* উল্লেখ করা হয়েছে :

"সেবক, পাঠক, ভাষ্যকার এবং গানের দলের সদস্যরাও সত্যিকার উপাসনাকার্য সম্পাদন করেন। তাই তাদের উচিত তাদের কর্তব্য অকপট ভক্তি ও মাধুর্যসহ সম্পাদন করা, যে ভক্তি ও মাধুর্য ঈশ্বরের জনগণ সঙ্গতভাবে আশা করেন এবং এরূপ মহতী অনুষ্ঠানে যা থাকারই কথা" (*পুণ্য উপাসনা, নং ৯*)।

এখন, গির্জার পুণ্যস্থানে যদি সেবক ও পাঠকের উপযুক্ত বসার স্থান ও আসন না থাকে তাহলে একদিকে তাদের কর্তব্য পালন যথাযথ হবে না, অপর দিকে উপাসনা-অনুষ্ঠানে তাদের যে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে তাও ভক্তমণ্ডলীর কাছে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাবে না। বিগত বছরগুলোতে পরলোকগত ফাদার এজ্জিও মাসকারেত্তি, পিমে (ঈশ্বর তাঁর সেবককে চিরশান্তি দান করুন!) বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশের নতুন গির্জার আর্কিটেকচারাল ডিজাইন করেছেন। একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, এই সকল গির্জার পুণ্যস্থানে দুই পাশে নাট্যমঞ্চের মতো *wing* -এর মত রাখা হয়েছে, আর এগুলোর সামনে রাখা হয়েছে মূর্তি বা প্রতিকৃতি। এই কারণে বেদীসেবক এবং বাণী-ঘোষকদের জন্য জায়গা নেই। বাণী-ঘোষকগণ উপাসকমণ্ডলীর মাঝেই থাকেন, এবং তাদের যে 'উপাসনায় বিশেষ করণীয় আছে' (দ্র. *পুণ্য উপাসনা, নং ২৮*) তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। একইভাবে বেদীসেবকদেরকেও অবস্থান করতে হয় *wing* -এর আড়ালে, যার ফলে উপাসনা-অনুষ্ঠানে কখন কি হচ্ছে তা অনুসরণ করতে অসুবিধা হয়। ঠিক একই ভাবে বিশেষ কোন উপলক্ষ্যে উপাসনা-অনুষ্ঠানে অধিক সংখ্যক সহার্পণকারী যাজক অংশগ্রহণ করলে তাঁদের আসন নিয়েও অসুবিধা সৃষ্টি হয়। সেই সাথে এটাও লক্ষ্য করা যায় যে অনেক গির্জাতেই পুণ্য স্থানে সহার্পণকারী যাজকদের জন্য মানানসই আসন বা চেয়ার থাকে না বলে উপাসনায় এবং পুণ্যস্থানে ব্যবহারের অনুপযুক্ত ও দৃষ্টিকটু প্লাস্টিকের চেয়ার ব্যবহার করতে হয়!

(২) পুণ্য প্রতিকৃতি (*Sacred Images*): খ্রিস্টমণ্ডলীর পিতৃগণ ও অন্যান্য ঐশতত্ত্ববিদগণের শিক্ষা অনুসারে গির্জায় যিশুখ্রিস্ট, ধন্যা কুমারী মারীয়া ও সাধুসাধ্বীগণের মূর্তি অথবা প্রতিকৃতি রাখার সুপ্রাচীন প্রচলন রয়েছে। এ বিষয়ে রোমীয় যজ্ঞরীতির সাধারণ নির্দেশিকায় বলা হয়েছে :

"In the earthly Liturgy, the Church participates, by a foretaste, in that heavenly Liturgy which is the holy city of Jerusalem towards which she journey as a pilgrim, and where Christ is sitting at the right hand of God; and by venerating the memory of the Saints, she hopes onday to have some part and fellowship with them…Thus images of the lord, the Blessed Virgin Mary, and the Saints, i accordance with the Church's most ancient tradition, should be displayed for veneration by the faithful in sacred buildings" (*GIRM,* no 318).

এই উদ্ধৃতি অনুসারে যদিও গির্জা বা অনুরূপ পবিত্র স্থান সমূহে পুণ্য প্রতিকৃতি রাখার প্রচলন কাথলিক মণ্ডলীতে অনুমোদিত, তথাপি লৌকিক ভক্তি যেন আবার অতি মাত্রায় প্রাধান্য না পায় এবং প্রধান উপাসনা-অনুষ্ঠানগুলোকে 'গৌণ' করে না ফেলে সে দিকে সর্তকতা অবলম্বন করার শিক্ষাও দান করা হয়েছে। এজন্য উল্লেখ করা হয়েছে :

"Care should be taken that their number not be increased indiscriminately, and that they be arranged in proper order as not to distract the faithful's attention from the celebration itself. **There should usually be only one image of any given Saint.** General speaking, in the ornamentation and arrangement of a church as far as images are concerned, provision should be made for the devotion of the entire community as well as for the beauty and dignity of the images" (*ibid,* no. 318). *(চলবে...)*

আলোচিত সংবাদ

ভোটের তিন দিন যানবাহন চলাচলে কড়াকড়ি নির্দেশ

ইসির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ভোটগ্রহণের জন্য নির্ধারিত ১২ ফেব্রুয়ারি মধ্যরাত ১২টা থেকে একই দিন মধ্যরাত ১২টা পর্যন্ত ট্যাক্সি ক্যাব, পিকআপ, মাইক্রোবাস ও ট্রাক চলাচল বন্ধ থাকবে। পাশাপাশি ১০ ফেব্রুয়ারি মধ্যরাত ১২টা থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারি মধ্যরাত ১২টা পর্যন্ত মোটরসাইকেল চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনায় কিছু জরুরি ও বিশেষ ক্ষেত্রে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, সশস্ত্র বাহিনী, প্রশাসন ও অনুমতিপ্রাপ্ত পর্যবেক্ষকদের যানবাহন চলাচলে শিথিলতা রাখা হয়েছে। অনুরূপভাবে, অ্যাম্বুলেন্সসহ জরুরি সেবা, ওষুধ ও স্বাস্থ্যসামগ্রী পরিবহন এবং সংবাদপত্র বহনকারী যানবাহন ও বৈধ টিকিট প্রদর্শন সাপেক্ষে বিমানবন্দরে যাতায়াতকারী যাত্রী ও তাঁদের স্বজনদের ব্যবহৃত যানবাহন এবং দূরপাল্লার যাত্রী পরিবহন তাছাড়া, রিটার্নিং অফিসারের অনুমোদন ও স্টিকার প্রদর্শন সাপেক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর জন্য একটি এবং তাঁর নির্বাচনী এজেন্টের জন্য একটি করে গাড়ি, সাংবাদিক, নির্বাচন পর্যবেক্ষক এবং জরুরি কাজে নিয়োজিত যানবাহন ভোটে নিষেধাজ্ঞার আওতামুক্ত থাকবে। এছাড়া অনুমোদিত ও লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর যানবাহন চলাচলে স্থিতিশীল করা হয়েছে। চিঠিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, স্থানীয় বাস্তবতা ও প্রয়োজন বিবেচনায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা সংশ্লিষ্ট মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার প্রয়োজনে অতিরিক্ত যানবাহনের ওপর নিষেধাজ্ঞা শিথিল করার সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।

https://www.protidinersangbad.com/national/552140

প্রকৃতি রক্ষায় ১ ডলার, ধ্বংসে ৩০ ডলার খরচ করছে বিশ্ব

বিশ্বজুড়ে প্রকৃতি সংরক্ষণে যত অর্থ ব্যয় করা হয়, তার বিপরীতে প্রকৃতি ধ্বংসে প্রায় ৩০ গুণ বেশি অর্থ ব্যয় হচ্ছে। শুক্রবার(২৩/১) জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (ইউএনইপি) প্রকাশিত এক নতুন প্রতিবেদনে এই উদ্বেগজনক চিত্র ওঠে এসেছে। 'স্টেট অব ফাইন্যান্স ফর নেচার ২০২৬' শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বর্তমানে বিশ্বে প্রকৃতিবিরোধী খাতে অর্থপ্রবাহের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭.৩ ট্রিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে ৪.৯ ট্রিলিয়ন ডলার আসছে বেসরকারি খাত থেকে, যা মূলত বিদ্যুৎ, শিল্প, জ্বালানি এবং কাঁচামালভিত্তিক খাতে কেন্দ্রীভূত। গত বৃহস্পতিবার(২২/১) প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি ইউএনইপি। প্রতিবেদনে প্রকৃতি রক্ষায় বৈশ্বিক অর্থায়নের ধারা বদলানোর আহ্বান জানিয়ে বলা হয়েছে, প্রকৃতিভিত্তিক সমাধান বা নেচার-বেসড সল্যুশনস (এনবিএস) এর দিকে বিনিয়োগ বাড়ানো জরুরি।

https://www.jugantor.com/tp-ten-horizon/1057176

চার বছরে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে ১৮ লক্ষাধিক সেনা হতাহত

মার্কিন থিঙ্কট্যাংক সংস্থা সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের (সিএসআইএস) এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের গত চার বছরে দুই দেশের নিহত, আহত ও নিখোঁজ হয়েছেন ১৮ লাখের বেশি সেনা। প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, ইউক্রেনের সেনবাহিনীর তুলনায় রুশ বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বেশি। যে ১৮ লক্ষাধিক সেনা নিহত, আহত ও নিখোঁজ হয়েছেন– তাদের মধ্যে ১২ লাখই রুশ বাহিনীর। এই ১২ লাখ রুশ সেনার মধ্যে নিহত হয়েছেন তিন লাখ ২৫ হাজারের কিছু বেশি। বাকিদের বেশিরভাগই আহত হয়েছেন। এছাড়া নিখোঁজ আছেন বেশ কয়েক হাজার সেনা। রুশ বাহিনীর ক্ষতি সম্পর্কে সিএসআইএসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কোনো বৃহৎ শক্তির সেনাবাহিনী বিশ্বের কোথাও, কোনো যুদ্ধে এত বেশি হতাহত এবং ক্ষতির শিকার হয়নি। এছাড়া ইউক্রেনে ছয় লাখেরও বেশি সেনা হতাহত এবং নিখোঁজ হয়েছেন। সিআইএসের তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি থেকে ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর পর্যন্ত ইউক্রেনীয় বাহিনীর এক লাখ থেকে ১ লাখ ৪০ হাজার সেনা নিহত হয়েছেন।

https://www.jugantor.com/international/1058657

চট্টগ্রাম আর্চডাইয়োসিস

দিয়াংয়ের রাণী মা-মারীয়ার তীর্থোৎসব-২০২৬ খ্রিস্টবর্ষ

মরিয়ম আশ্রম, দিয়াং, কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম-৪৩৭১
মরিয়ম ধর্মপল্লী, ফাজিলখাঁরহাট

মূলভাব ঃ মারীয়া বলে উঠলেন, "আমার অন্তর গেয়ে ওঠে প্রভুর জয়গান" *(লুক ১: ৪৬ পদ)*

অনুষ্ঠান সূচী

বৃহস্পতিবার: ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টবর্ষ

বিকাল ৪:৩০ মি : খ্রিস্টযাগ মূলভাব: "আহা আমার জন্যে সর্বশক্তিমান কত মহান কাজই না করেছেন"
রাত ৮:০০ টা : পবিত্র সাক্রামেন্তের আরাধনা, নিরাময় ও পুনর্মিলন অনুষ্ঠান
মূলভাব: "ঈশ্বরের একান্ত বাধ্য সেবিকা মা মারীয়া, সর্বদাই তাঁর পুত্রের আরাধনায়রত"
রাত ৯:৩০ মি : মা-মারীয়ার প্রতি ভক্তি অনুষ্ঠান (শোভাযাত্রা ও রোজারিমালা প্রার্থনা)
মূলভাব: "মা মারীয়ার সাথে প্রভু যিশুর জীবন, ধ্যান ও আনন্দযাত্রা"

শুক্রবার: ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টবর্ষ

মহাখ্রিস্টযাগ: সকাল ৯: ৩০ মি.
মূলভাব: "আমার অন্তর গেয়ে ওঠে প্রভুর জয়গান"

তীর্থোৎসব পরিচালনা কমিটি

বি: দ্র: খাদ্য কুপন প্রতিজন প্রতিবেলা ৪০.০০ টাকা মাত্র

বিজ্ঞ/২৫/২৬

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

আমাদের গৃহভূমি বিক্রির জন্য নয়

-পালক পুরোহিত, নুক, গ্রীনল্যান্ড

ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা ক্রমশ বৃদ্ধি পাবার প্রেক্ষাপটে, গ্রীনল্যান্ডের আর্কটিক দ্বীপে ক্ষুদ্র কাথলিক সমাজ পরিচালনাকারী স্লোভেনিয়ান ফ্রান্সিসকান ফাদার টমাঝ মাজচেন ভাটিকান মিডিয়াকে জানান, গ্রীনল্যান্ডবাসীরা নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও বিশ্বাসসম্পন্ন একটি জনগোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃতি পেতে চায়। ফাদার টমাঝ মাজচেন গ্রীনল্যান্ডে অবস্থিত ক্রাইস্ট দ্যা কিং চার্চের পালক পুরোহিত হিসেবে প্রায় আড়াই বছর ধরে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। এটি গ্রীনল্যান্ডের একমাত্র কাথলিক ধর্মপল্লী। ভূমি ও বরফাচ্ছন্ন প্রায় দুই মিলিয়ন বর্গকিলোমিটারের এলাকা নিয়ে গ্রীনল্যান্ডের অধিকাংশ অধিবাসীরাই প্রধান শহর নুকে বাস করেন এবং এদের সংখ্যা প্রায় ২০ হাজারের মতো। ফাদার মাজচেন বলেন, আমরা নিজেরাই গ্রীনল্যান্ডের ভবিষ্যত বেছে নিতে চাই।

ইতিহাস ও সংস্কৃতিসম্পন্ন একটি জনগোষ্ঠী: সাম্প্রতিক সময়ে মাত্র ৫৬ হাজার মানুষের বসবাসকারী দ্বীপটি খনিজ ও জ্বালানি সম্পদের কারণে বৈশ্বিক ভূরাজনৈতিক মনোযোগের কেন্দ্রে রয়েছে। ফাদার মাজচেন বলেন, এই মুহূর্তে নুকের পরিবেশ বাইরে থেকে শান্ত মনে হলেও ভেতরে ভেতরে উত্তেজনা রয়েছে। ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে আর্কটিক দ্বীপের কাথলিকদের পালকীয় সেবাদানকারী ফাদার মাজচেন বলেন যে, ইতোমধ্যে তিনি এখানকার মানুষদের ভালোভাবে চিনতে পেরেছেন। গ্রীনল্যান্ডের মানুষ খুব একটা জোরে কথা বলেন না। তারা কথা বলার আগে শোনেন, দেখেন ও চিন্তা করেন। তবে সাম্প্রতিক সময়ে দোকানপাট ও কফি টেবিলে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা আগের থেকে বেশি হচ্ছে। যখন বিদেশী রাজনীতিবিদগণ গ্রীনল্যান্ড নিয়ে শক্তি ও সম্পদের কথা বলেন তখন তারা রাগান্বিত না হলেও ক্ষরিত হন। কেননা তা তাদের আত্মমর্যাদায় আঘাত হানে। গ্রীনল্যান্ডবাসীরা চায়, তাদেরকে তাদের নিজস্ব ইতিহাস, ভাষা, সংস্কৃতি ও বিশ্বাসসম্পন্ন একটি জনগোষ্ঠী হিসেবে দেখা হোক। এখানে কোন ভয় নেই, কিন্তু মানুষ জানে দূরে থেকে শক্তিশালী কণ্ঠগুলো তাদের না বুঝেই কথা বলছে।

ক্ষুদ্র কিন্তু প্রাণবন্ত এক কাথলিক সমাজ: বিশ্বাসভিত্তিক সমাজের মধ্যেই একতাবোধ লালিত-পালিত ও দৃঢ় হয়। গ্রীনল্যান্ডবাসীর শতকরা ৯০ ভাগই ইভানজেলিক্যাল লুথেরান চার্চের সদস্য; যা মানুষের ইতিহাস ও পরিচয়ের সাথে গভীরভাবে যুক্ত। কাথলিকেরা সংখ্যায় খুবই কম। নুক শহরে ৫০০জন আর সমগ্র গ্রীনল্যান্ড দেশে ৮০০জন, যারা বিভিন্ন দেশ, ভাষা ও সংস্কৃতি থেকে এসেছে। অনেকেই ফিলিপাইন ও ইউরোপ থেকে এসেছেন। আমাদের ধর্মপল্লী খুব ছোট কিন্তু দারুণভাবে জীবন্ত। নুকের পালক পুরোহিত মানুষদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, সংখ্যায় কম হলেও গ্রীনল্যান্ডে চার্চ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারা স্মরণ করিয়ে দেয়, ভূমি কখনই কেবল ভূমি নয়। এটি সবসময় মানুষ, মানুষের স্মৃতি, পূর্বপুরুষ ও ভবিষ্যত প্রজন্মের সঙ্গে যুক্ত। চার্চগুলো নীরব কিন্তু প্রার্থনা, উপস্থিতি ও মনোযোগ দিয়ে শোনা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে শক্তিশালী কিছু দেয়। যখন আমরা সৃষ্টিকে ঈশ্বরের দান হিসেবে এবং মানব মর্যাদার কথা বলি, তখনই আমরা গ্রীনল্যান্ডকে কেবল একটি কৌশলগত বস্তুতে পরিণত করার বিরুদ্ধে খুব শক্ত অবস্থান নিই। গ্রীনল্যান্ডকে বৈশ্বিক স্বার্থের দাবার গুটি হতে দেওয়া যায় না।

বিশ্ব যোগাযোগ দিবসে পুণ্যপিতা চর্তুদশ লিও'র বার্তা- ২০২৬

প্রযুক্তি অবশ্যই মানুষের প্রয়োজন মিটাবে কিন্তু মানুষের স্থান দখল করবে না

গত ২৪ জানুয়ারি সাধু ফ্রান্সিস দ্য সেলেসের পর্বদিনে ৬০তম বিশ্ব সামাজিক যোগাযোগ দিবস উপলক্ষে তাঁর বার্তায় পুণ্যপিতা চর্তুদশ লিও জোর দিয়ে বলেন, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন; বিশেষ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এমনভাবে ব্যবহার করা নিশ্চিত করতে হবে যাতে তা মানব ব্যক্তির সেবা করে, মানব মর্যাদাকে প্রতিস্থাপন বা ক্ষুণ্ন না করে।

- তথ্যসূত্র : *news.va*

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা ওয়াইডাব্লিউসিএ একটি স্বেচ্ছাসেবী আন্তর্জাতিক নারী সংগঠন এবং এনজিও ব্যুরো কর্তৃক রেজিস্ট্রীকৃত। এটি বাংলাদেশে স্থানীয় ওয়াইডাব্লিউসিএ হিসেবে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ থেকে একটি ন্যায্য বৈষম্যহীন টেকসই শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে বিশেষতঃ সমাজের পিছিয়ে পড়া সুবিধা বঞ্চিত নারী, যুব নারী ও শিশুদের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন কল্পে কাজ করে চলেছে। ঢাকা ওয়াইডাব্লিউসিএতে নিয়োগের জন্য সৎ, যোগ্য ও পরিশ্রমী প্রার্থীদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত পদের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে। পদের বিবরণ এবং প্রয়োজনীয় শর্তাবলী নিম্নে উল্লেখ করা হ'লো:

পদের বিবরণ ও দায়িত্ব কর্তব্যসমূহ:	প্রয়োজনীয় শর্তাবলী:
• পদের নাম : **ক্রেডিট অর্গানাইজার** • কর্ম এলাকা : গ্রীণরোড ও মিরপুর কর্ম এলাকা। • বয়স : ২৫ - ৩৫ বছর। **প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ:** • মাঠ পর্যায়ে সমিতি গঠন ও পরিচর্যা, সঞ্চয় আদায়, ঋণ প্রদান, কিস্তি আদায় করা, প্রতিবেদন তৈরী করা। • সমিতির নিয়মিত মিটিং করা ও তদারকি করা।	• শিক্ষাগত যোগ্যতা : কমপক্ষে এইচএসসি পাশ। • কমপক্ষে এক বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। **অন্যান্য শর্তাবলী:** • প্রয়োজনে অফিসের সময়ের বাইরে ও ছুটির দিনে কাজ করবার মানসিকতা থাকতে হবে। • মানুষের সাথে পেশাগত সম্পর্ক স্থাপনে কৌশলী হতে হবে। • সদস্যদের ঋণ গ্রহণের উদ্বুদ্ধ করতে পারদর্শী হতে হবে।
• পদের নাম : **রিসেপশনিষ্ট (নারী)** • বয়স : ২৫ - ৩৫ বছর **প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ:** • প্রার্থীকে PABX সিষ্টেম জানতে হবে। • কম্পিউটার সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে (MS Word/Excel/Photoshop) • বাংলা/ইংরেজিতে fluent এবং শুদ্ধ ভাষায় কথা বলতে জানতে হবে। • বিভিন্ন লগ এবং রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।	• শিক্ষাগত যোগ্যতা : কমপক্ষে স্নাতক পাশ। • কমপক্ষে এক বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। **অন্যান্য শর্তাবলী:** • Smart ও intelligent হতে হবে। • প্রার্থীকে অতিথি/অভ্যাগতদের সুন্দর ও সাবলীলভাবে অভ্যর্থনা জানাতে হবে এবং তাদের সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে হবে।

বেতন এবং অন্যান্য সুবিধাদি : বেতন ও ভাতাদি প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী প্রদান করা হবে।

আবেদন করার প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী ও শর্তাবলী :

- প্রার্থীকে আবেদন পত্রের সাথে এক কপি জীবন বৃত্তান্ত, সম্প্রতি তোলা ১(এক) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, সত্যায়িত সকল সনদপত্র এবং জাতীয় পরিচয় পত্রের কপি জমা দিতে হবে।
- দুইজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও মোবাইল/টেলিফোন নম্বরসহ রেফারেন্স হিসেবে উল্লেখ করতে হবে।
- আবেদন পত্র ও উল্লেখিত সকল কাগজ-পত্রাদিসহ আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা ওয়াইডাব্লিউসিএ, ১০-১১, গ্রীণ স্কোয়ার, গ্রীণ রোড, ঢাকা ১২০৫, এই ঠিকানায় (খামের উপর পদের নাম উল্লেখ করতে হবে) প্রেরণ করতে হবে।

কেবলমাত্র প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত প্রার্থীদের লিখিত/মৌখিক পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করা হবে। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য কোন প্রকার TA/DA প্রদান করা হবে না।

YWCA

সাধারণ সম্পাদক
ঢাকা ওয়াইডাব্লিউসিএ
১০-১১, গ্রীণ স্কোয়ার, গ্রীণ রোড
ঢাকা-১২০৫
ই-মেইল ঃ
dhakaywca@gmail.com

বিপ্র/২৪/২৬

অভাব বলতে তুমি কি বুঝো?

অর্থনীতি ক্লাসে বয়স্ক একজন স্যার ক্লাসে ঢুকেই, সামনের বেঞ্চে বসা ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলেন, "অভাব কাকে বলে ?"

ছেলেটি উত্তর দিলো:- 'অর্থনীতিতে বস্তুগত বা অবস্তুগত কোনো দ্রব্য পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে অভাব বলে।'

স্যার বললেন, "এটা তো বইয়ের ভাষা কিন্তু সাধারণত অভাব বলতে তুমি কি বুঝো?"

ছেলেটি মাথা নিচু করে বেঞ্চের দিকে তাকিয়ে রইলো, কি বলবে ভেবে পাচ্ছিলো না। স্যার আবার তাড়া দিয়ে বলেন, "অভাব বলতে তুমি কি বুঝো?"

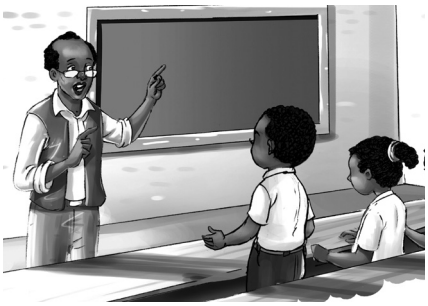

তখন ছেলেটি বলা শুরু করলো.....

আমি কলেজে আসার সময় মা আমাকে রিকশা ভাড়াটা দেবার জন্য, সারা ঘর তন্য তন্য করে খুঁজে ২০/৩০ টাকা বের করে দেন। আমি ৫/৭ মিনিট পর বাসায় ফিরে, ভাড়ার টাকাটা মায়ের হাতে দিয়ে বলি, মা, আজ ক্লাস হবে না। মা বলেন আগে খবর নিবি না ক্লাস হবে কি হবে না?

মায়ের সাথে এই লুকোচুরি খেলাটা হচ্ছে আমার কাছে, 'অভাব'। বাবা যখন রাত করে বাসায় ফেরেন, মা তখন বাবাকে জিজ্ঞেস করে এত রাত হলো কেন ফিরতে? বাবা তখন মুচকি হেসে বলে, 'ওভার টাইম ছিলো যে' ওভার টাইম না করলে সংসার চালাবো কিভাবে? এতটুকু রোজগারে কি সংসার চলে? বাবার এই অতিরিক্ত পরিশ্রম'ই হচ্ছে আমার কাছে 'অভাব'। ছোট বোন মাস শেষে প্রাইভেট টিচার এর টাকা দেওয়ার জন্য বাবার কাছে টাকা চাইতে সংকোচ বোধ করে, আমার কাছে সেই সংকোচ টা'ই হচ্ছে "অভাব!" মাকে যখন দেখি ছেঁড়া কাপড়ে সেলাই দিতে দিতে বলে, কাপড়টা অনেক ভালো আরও কিছুদিন পরা যাবে! মায়ের এই মিথ্যে সান্ত্বনাটা'ই হচ্ছে আমার কাছে "অভাব!" মাস শেষে টিউশনির পুরো খরচ'টা মায়ের হাতে দিয়ে বলি, মা; তুমি এটা দিয়ে সংসারের খরচ চালিয়ে নিও...। মা তখন স্বস্তির হাসি হাসেন। মায়ের এই স্বস্তির হাসিটাই হচ্ছে আমার কাছে "অভাব!" বন্ধুদের দামি স্মার্টফোনের ভিড়ে নিজের নরমাল হ্যান্ডসেট টাকে যখন লজ্জায় লুকিয়ে রাখি, এই লজ্জাটা'ই হচ্ছে আমার কাছে "অভাব"। অভাবি হওয়ার কারণে, কাছের মানুষগুলো আমার থেকে দূরে সরে যায়। আমার থেকে দূরে সরে পড়াটাই হচ্ছে আমার কাছে "অভাব!"

পুরো ক্লাসে নিরবতা পড়ে গেলো, ক্লাসের সবাই দাঁড়িয়ে পড়লো, অনেকের'ই চোখে পানি! স্যার চোখের পানি মুছতে মুছতে ছেলেটাকে কাছে টেনে নিলেন.....

বস্তুতঃ আমাদের সহপাঠীদের মাঝে এমন অনেকেই আছে, যারা কয়েক মাস অপেক্ষা করার পরও বাড়ি থেকে সামান্য টাকা পায় না। সব দুঃখ-কষ্টকে আড়াল করে হাসি মুখে দিনের পর দিন পার করে দেয় খেয়ে না খেয়ে। তাদের হাসির আড়ালে লুকিয়ে থাকা কষ্টগুলোকে বোঝার সুযোগ হয়তো আমাদের কখনোই হয়ে উঠেনা।

"এটাই হচ্ছে আমাদের অভাব!"

আমরা প্রতিটি মানুষই অভাবের ভুক্তোভুগী কারো দারিদ্রতায়, কারো মনুষ্যত্বের, কারো টাকার, কারো ভালোবাসার, কারো সম্মানের, কারো বা চরিত্রের....

তথ্যসূত্র: ইন্টারনেট

নিবেদিত জীবনের ছন্দ

ভালো কাজে মন দিই,
সবাইকে ভালোবাসি।
হাসি মুখে দিন করি শুরু,
ভালো কাজে সুখে ভাসি।
মা-বাবার কথা মানি,
শিক্ষকের কথা শুনি।
ভুল পথে যাই না কখনো,
ভালো পথটাই বুনি।
সত্য বলি, মিথ্যা নয়,
সৎ থাকি সব সময়।
ভুল করলে ক্ষমা চাই,
ক্ষমাতেই মনে আনন্দ পাই।
প্রার্থনা করি মন ভরে,
ঈশ্বরকে ডাকি কাছে।
তিনি দেন শক্তি সাহস,
ভালো থাকি তাঁরই সাথে।
দরিদ্র বন্ধু দেখলে,
সাহায্যের হাত বাড়াই।
নিজের সুখ নয় শুধু,
সবার হাসি চাই।
ছোট কাজ করা ভালো,
এই কথা মনে রাখি।
ভালোবাসা, শান্তি, দয়ার ছবি
হৃদয়ে সবসময়ই আঁকি।
ভালো হয়ে বাঁচাই হলো,
সেবাতেই আনন্দ।
ঈশ্বরের পথে চলাই তো,
নিবেদিত জীবনের ছন্দ।

তথ্যসূত্র: ইন্টারনেট

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি

পবিত্র ক্রুশ ব্রাদার সমাজে আজীবন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ অনুষ্ঠান

ব্রাদার শিমিয়ন রংখেং সিএসসি: গত ১৬ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, কাথলিক বিশপ সম্মিলনী বাংলাদেশ (সিবিসিবি)-তে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সহকারী বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ-এর পৌরহিত্যে নাগরী ধর্মপল্লীর অন্তর্গত ব্রাদার লেনিন ইম্মানুয়েল কস্তা সিএসসি ও তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর অন্তর্গত ব্রাদার পার্থ উর্বান পালমা সিএসসি পবিত্র ক্রুশ ব্রাদার সমাজে আজীবন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। ১৫ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে, কাথলিক বিশপ সম্মিলনী বাংলাদেশ (সিবিসিবি'র) মিলনায়তনে বিকাল ৪টা হতে ব্রাদার লেনিন ইম্মানুয়েল কস্তা সিএসসি ও ব্রাদার পার্থ উর্বান পালমা সিএসসি'র মঙ্গল কামনায় পবিত্র আরাধনা করা হয়। আরাধনার শুরুতে দুই ব্রাদার ও তাদের বাবা-মা এবং আরাধনা পরিচালনাকারী ফাদার তুষার জেমস গমেজকে নৃত্যসহযোগে বেদী মঞ্চে নিয়ে যাওয়া হয়। আরাধনা শেষে ব্রাদারদ্বয়ের মঙ্গল কামনায় মঙ্গলানুষ্ঠান ও আশীর্বাদ করা হয়।

দ্বিতীয় দিন, ১৬ জানুয়ারি সকাল ৯ ঘটিকায় বিশেষ খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ। খ্রিস্টযাগের উপদেশ বাণীতে তিনি ব্রাদারদের ব্রতীয় জীবনের তাৎপর্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে গভীর ও অর্থপূর্ণ সহভাগিতা করেন। তিনি বলেন, ব্রাদাররা শুধু খ্রিস্টানদের জন্যই কাজ করেননা বরং জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করে থাকেন। কাথলিক মণ্ডলী একটি সর্বজনীন মণ্ডলী- যেখানে সবার জন্য জায়গা রয়েছে। এই সর্বজনীনতার বাস্তব প্রকাশ ঘটে ব্রাদারদের সেবাকর্মের মধ্য দিয়ে।

খ্রিস্টযাগে যাজকগণ, সিস্টারগণ, ব্রাদারগণ, সেমিনারীয়ান, প্রার্থী ভাই-বোনেরা ও ব্রাদারদ্বয়ের বাবা-মা'সহ পরিবারের নিকট আত্মীয়স্বজনেরা এবং স্থানীয় খ্রিস্টভক্ত'সহ প্রায় ২০০ জন অংশগ্রহণ করেন। খ্রিস্টযাগ শেষে ব্রাদার সমাজের পক্ষ থেকে আজীবন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণকারী ব্রাদারদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সংবর্ধনায় বরণ নৃত্য, মানপত্র পাঠ ও প্রদান, আজীবন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণকারী ব্রাদারদের অনুভূতি, পরিবারের পক্ষে ব্রাদারদ্বয়ের বাবা-মা'র অনুভূতি, উপহার প্রদান, সাধু যোসেফ-এর ব্রাদার সংঘের প্রদেশপাল ব্রাদার রিপন জেমস গমেজ সিএসসি'র সমাপনী ও ধন্যবাদমূলক বক্তৃতাসহ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হয়। সংবর্ধনা শেষে সকলের জন্য মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করা হয়।

প্রেরিতগণের রাণী মারীয়া সঙ্গিনী সংঘে সন্ন্যাস জীবনের জয়ন্তী উদ্‌যাপন এবং চিরব্রত গ্রহণ অনুষ্ঠান

সিস্টার মেরী নমিতা এসএমআরএ: ৬ জানুয়ারি, সোমবার ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে প্রেরিতগণের রাণী মারীয়া সঙ্গিনী সংঘের জন্য অতি আনন্দ, আশীর্বাদ এবং কৃতজ্ঞ প্রাণের অঞ্জলি নিবেদনের উৎসব। এ আনন্দঘন দিনে তুমিলিয়া ধর্মপল্লীতে ১৩ জন সিস্টারের সন্ন্যাস জীবনে হীরক, সুবর্ণ, রজত জয়ন্তী এবং চিরব্রত গ্রহণ অনুষ্ঠান মহাসমারোহে উদ্‌যাপন করা হয়। জয়ন্তী উদ্‌যাপনকারী সিস্টারগণ হলেন সিস্টার সাধনা, ছবি, মালা, হীরক জয়ন্তী ও সিস্টার অর্পিতা ও আলো সুবর্ণ জয়ন্তী এবং সিস্টার গ্রেগরি, অতসী ও এ্যানি এবং অনিশা-রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপন করেন। একই সাথে সিস্টার আলপনা, লরিন ও ম্যাগ্‌ডেলিন আজীবন ব্রতগ্রহণ করেন। আধ্যাত্মিক প্রস্তুতিস্বরূপ আগের দিন সন্ধ্যায় পবিত্র সাক্রামেন্তের আরাধনার মাধ্যমে তাদের জন্য আশীর্বাদ কামনা ও ভিজিল উৎসব করা হয়। জ্বলন্ত প্রদীপ হাতে, রাখি বন্ধন পরিয়ে নৃত্যের মধ্য দিয়ে ভাবগাম্ভীর্য পরিবেশে তাদের জন্য মঙ্গলার্শীষ যাচ্না করা হয়। ৬ জানুয়ারি, মঙ্গলবার, সকাল ৯:৩০ মিনিটে তুমিলিয়া মাতৃগৃহের চ্যাপেলের সামনের চত্বরে উৎসবকারী ভগ্নীদের ফুল পরিয়ে, জ্বলন্ত প্রদীপ হাতে নিয়ে শোভাযাত্রা ও কীর্তনের মাধ্যমে গীর্জায় প্রবেশ করেন। সকাল ১০টায় পবিত্র খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই এবং সহযোগিতা করেন বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ। এছাড়াও ২৬ জন যাজক, কয়েকজন ব্রাদার, বিভিন্ন সংঘের সিস্টারগণ ও তাদের আত্মীয় পরিজন এবং খ্রিস্টভক্তগণ'সহ প্রায় ৪০০ জন উপস্থিত ছিলেন। খ্রিস্টযাগের শুরুতে উৎসবকারী সিস্টারগণ তাদের আত্মদানের চিহ্ন হিসেবে জ্বলন্ত প্রদীপ বেদীতে স্থাপন করেন। খ্রিস্টযাগে আর্চবিশপ উৎসবকারীদের মণ্ডলীর পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানান। অতঃপর খ্রিস্টযাগে উপদেশ প্রদান করেন বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ। তিনি উপদেশ বাণীতে বলেন, রোম নগরীতে অদ্য আনুষ্ঠানিকভাবে জুবিলী বর্ষের সমাপনী অনুষ্ঠান হচ্ছে। অনুগৃহীত দিনে এসএমআরএ সংঘের সিস্টারগণও কয়েকটি পর্যায়ে জুবিলী পালন করছেন। তিনি আরও বলেন, রজত জয়ন্তী কর্মে উদ্দীপনার সময়। সুবর্ণ জয়ন্তী আত্মিক সাধনার সময় ও হীরক জয়ন্তী ত্যাগস্বীকার করে, কিন্তু আধ্যাত্মিকভাবে বলিষ্ঠ হয়ে নানা পুণ্য কর্ম

ও সেবা কাজ করার সময়। ব্রতীয় জীবন ভালোবাসার জীবন, মা মারীয়া আপনাদের প্রতিপালিকা ও প্রেরণার উৎস। ব্রতীয় জীবনের মাপকাঠি দরিদ্রতা, বাধ্যতা ও কৌমার্যব্রত। এছাড়া তিনি সকলকে ঐশ রাজ্যের চিহ্ন হয়ে উঠতে আহ্বান জানান। খ্রিস্টযাগের পরপরই সংঘ কর্ত্রী সিস্টার মেরী শুভ্রা এসএমআরএ উৎসবকারী ভগ্নিদের মালা ও মুকুট পরিয়ে দেন। খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণকারী সকলের জন্য ছিলো জলযোগের ব্যবস্থা এবং নিমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য প্রীতি ভোজের আয়োজন। মধ্যাহ্ন ভোজের শেষে উৎসবকারীদের জন্য আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। পরিশেষে তাদের ফুলের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করার মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

রাজশাহী ধর্মপ্রদেশে যুক্ত হলো হাসানবেগপুর ধর্মপল্লী

বরেন্দ্রদূত সংবাদদাতা: ২৩ জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে নওগাঁ জেলার পত্নীতলা উপজেলার হাসানবেগপুরে ঘোষণা করা হলো রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের আরেকটি নতুন ধর্মপল্লী। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভাটিকানের রাষ্ট্রদূত আর্চবিশপ ক্যাভিন রান্ডাল, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিশপ জের্ভাস রোজারিও, বাংলাদেশে হলিক্রস যাজকসংঘের প্রভিন্সিয়াল ফাদার জর্জ কমল রোজারিও সিএসসি, আমেরিকা থেকে আগত ফাদার টম এ. কার্ড সিএসসি, মেজর জেনারেল জন গমেজ, বাবু মার্কুজ ও অন্যান্য ফাদার-সিস্টার এবং খ্রিস্টভক্তগণ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিদের ওঁরাও-সাঁন্তালী নৃত্য ও কৃষ্টিতে বরণ করে নেওয়া হয়। এরপর ফিতা কর্তন ও আশীর্বাদের মধ্য দিয়ে ফাদার বাড়ি ও নবনির্মিত গির্জাঘর উদ্বোধন করা হয়। এরপর খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়। খ্রিস্টযাগের উপদেশ বাণীতে বিশপ জের্ভাস রোজারিও বলেন, আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই কারণ তাঁরই অনুগ্রহ ও উপকারী বন্ধুদের সহায়তায় হাসানবেগপুরে নতুন গির্জা ও ফাদার বাড়ি পেয়েছি। আর এখান থেকেই যাজকগণ খ্রিস্টভক্ত তথা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের বিভিন্নভাবে সেবাপ্রদান করবেন। তবে খ্রিস্টভক্তদেরও দায়িত্ব ফাদারের সহায়তা এবং নিজেদের বিশ্বাসের জীবনকে যত্ন নেওয়া। খ্রিস্টযাগ শেষে আর্চবিশপ ক্যাভিন রান্ডাল বলেন, আজ থেকে হাসানবেগপুরে গির্জাঘর ও ফাদার বাড়ি আশীর্বাদ ও উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে নতুন একটি ইতিহাসের যাত্রা শুরু হয়েছে। গির্জাঘর হচ্ছে ঈশ্বরের গৃহ। আর ঈশ্বরের গৃহে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের ভালবাসা উপলব্ধি করতে পারি।

খ্রিস্টযাগের পর সংবর্ধনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ফাদার জর্জ কমল রোজারিও সিএসসি বলেন, বিশপ জের্ভাস রোজারিওকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। কারণ তিনি আমাদের রাজশাহী ধর্মপ্রদেশে কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছেন। পবিত্র ক্রুশ সংঘের যাজকগণ হাসানবেগপুর ধর্মপল্লীর জনগণের আধ্যাত্মিক যত্নে নিজেদের উজাড় করে দেবেন।

উল্লেখ্য, নবপ্রতিষ্ঠিত হাসানবেগপুর ধর্মপল্লী এক সময় চাঁদপুকুর ধর্মপল্লীর অধিন্যস্ত একটি ওঁরাও অধ্যুষিত গ্রাম ছিলো। ২৫ এপ্রিল ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিশপ জের্ভাস রোজারিও আনুষ্ঠানিকভাবে হাসানবেগপুরকে পবিত্র ক্রুশের কোয়াজি ধর্মপল্লী হিসেবে ঘোষণা করেন। চাঁদপুকুর থেকে আলাদা হয়ে আঠারোটি গ্রামের সমন্বয়ে এই ধর্মপল্লী ঘোষণা করা হয়েছে। এই ধর্মপল্লীতে ওঁরাও, সাঁওতাল ও মাহালী আদিবাসীদের বসবাস।

ড. লরেন্স গমেজের প্রথম গ্রন্থ "MY JOURNEY-র মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত ২৫ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে জন ভিয়ানী হাসপাতালের কনফারেন্স রুমে ড. লরেন্স গমেজের প্রথম গ্রন্থ "MY JOURNEY-র মোড়ক উন্মোচিত হয়। মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বইটির লেখক লরেন্স গমেজ ও বইটির প্রকাশক ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশপ থিওটোনিয়াস গমেজ সিএসসি, হলিক্রস কলেজের প্রিন্সিপাল সিস্টার শিখা গমেজ সিএসসি, জন ভিয়ানী হাসপাতালের নির্বাহী পরিচালক ফাদার লিন্টু কস্তা, বিশিষ্ট লেখক খোকন ভিনসেন্ট কোড়ায়াসহ বাংলাদেশ লেখক ফোরাম ও লেখকের আত্মীয়-স্বজনেরা।

প্রতিবেশী প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত MY JOURNEY বইটির মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানের প্রারম্ভিক প্রার্থনা পরিচালনা করেন সিস্টার পলিন গমেজ সিএসসি। ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু'র সঞ্চালনায় বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন লেখিকা ও কণ্ঠশিল্পী পলিন ফ্রান্সিস, সিস্টার শিখা গমেজ সিএসসি, ফাদার লিন্টু কস্তা ও এলয়সিয়াস মিলন খান। সকলেই লেখক ড. লরেন্স গমেজের দেশের জন্য দরদবোধ, সমাজের জন্য ভাবনা ও মানুষের প্রতি ভালোবাসার কথা উল্লেখ করে সাধুবাদ জানান ও লেখককে অভিনন্দন জানান। ইংরেজিতে লেখা "MY JOURNEY" বইটির লেখক ড. লরেন্স গমেজ বইটির রচনার পরিপ্রেক্ষিত তুলে ধরে বলেন, তিনি দূর ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে তার নিজভূমি ও জন্মস্থানের কথা তুলে ধরতে চান। যাতে করে তারা ইতিহাস জানতে পারে। বিশপ থিওটোনিয়াস গমেজ সিএসসি বলেন, বইটির মধ্যদিয়ে ড. লরেন্স গমেজ তাঁর চিন্তার স্থায়িত্ব দিয়ে গেলো। তিনি ভবিষ্যতেও তার অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করে অনেককে আলোকিত করবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। উল্লেখ্য ড. লরেন্স গমেজ গোল্লা ধর্মপল্লীর পাদ্রিকান্দার সন্তান হলেও তিনি আমেরিকার নাগরিক ও সেখানকার উইনকিনসান ইউনির্ভাসিটির অধ্যাপক। ইংরেজি ভাষায় "MY JOURNEY" বইটি প্রকাশিত হয়েছে প্রতিবেশী প্রকাশনী থেকে।

World Mission Prayer League (LAMB Hospital)

LAMB – Employment Opportunity

There are vacancies for the following contractual positions at the LAMB under Community Health and Development Program (CHDP), for Preventing and Rehabilitating Obstetric and Surgical Fistula through Gender-Responsive Reproductive Health Education and Strengthened Services (PROGRESS) project, with a three-year project duration.

Available Positions

- **Project Manager** - (1, Female)
- **Technical Coordinator MEAL** - (1, Male/Female)
- **Finance Coordinator** - (1, Male/Female)
- **Field Coordinator** - (4, Male/Female)
- **Quality Assurance Coordinator Midwife** - (1, Female)
- **Office Assistant** - (2, Male/Female)

Job Location: Upazila level, Rajshahi District.

Application Deadline: 04 February 2026.

Detailed advertisements are published on **bdjobs.com** and the **LAMB website**.

Application Procedure
Apply with a cover letter along with an updated CV (mentioning two references name), all educational & experience certificates, NID and recent passport size photograph.

Send your application to:
HR Department, LAMB
P.O. Parbatipur, Dinajpur–5250, Bangladesh

Alternatively, applications may be emailed to: ***hrjobs@lambproject.org***

Please mention the position name on top of the envelope or with the subject line of the email.

"Potential women candidates are strongly encouraged to apply"

LAMB authority holds the right to accept or reject any or all applications without giving any reasons.

LAMB is a smoke-free organization.

"At LAMB we are committed to zero tolerance of the abuse or exploitation of children and vulnerable adults."

ল্যাম্ব LAMB | যেন জীবন পরিপূর্ণ হয় *That all may have abundant life* | সমন্বিত পল্লী স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন Integrated Rural Health and Development

বিজ্ঞ/২৩/২৬

বিশেষ ঘোষণা

সুপ্রিয় লেখক-পাঠক বন্ধুগণ,

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা নিবেন।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র সকল লেখক/লেখিকা, পাঠক/পাঠিকা, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ী-শুভাকাঙ্ক্ষীদের ধন্যবাদ জানাই। ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের শুরু থেকে আপনারা আমাদের পাশে থেকে বিভিন্ন লেখা, বিজ্ঞাপন, পরামর্শ ও অন্যান্য বিষয়ে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। আপনাদের এই উদার মনোভাবের জন্য খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ও সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

২০২৬ খ্রিস্টবর্ষেও আপনাদের একই রকম সাহায্য-সহযোগীতা পাব বলে প্রত্যাশা করি। তাই নতুন বছরকে কেন্দ্র করে আপনাদের সুচিন্তিত, বস্তুনিষ্ঠ ও বিশ্লেষণধর্মী লেখা আজই পাঠিয়ে দিন আমাদের কাছে।

আপনাদের গ্রহক চাঁদা পরিশোধ করে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'কে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আপনাদের সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করছি। উল্লেখ্য ২০২৬ খ্রিস্টাব্দেও সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৪০০ টাকা মাত্র। - *সম্পাদক, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী*

সুবর্ণ সুযোগ **সুবর্ণ সুযোগ** **সুবর্ণ সুযোগ**

আপনি কি এবার ইস্টার পার্বণে টেলিভিশনে সম্প্রচারের জন্য স্ক্রিপ্ট লিখতে আগ্রহী?
তাহলে আজই লিখতে শুরু করুন।

৫০ মিনিটের একটি স্ক্রিপ্ট তৈরী করতে হবে। এতে থাকবে: নাট্যাংশ, নাচ, গান ও বাণী।

নাট্যাংশে থাকবে :

- **প্রভু যিশুর শিক্ষার আলোকে বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপট**
- **পবিত্র বাইবেলের কাহিনী অবলম্বনে নাটক (যিশুর যাতনাভোগ থেকে মৃত্যু ও পুনরুত্থান পর্যন্ত)**
- **স্ক্রিপ্ট আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি অথবা তার পূর্বে নিম্ন ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে।**

বি: দ্র: স্ক্রিপ্ট সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন বা বাতিল করার পূর্ণ ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের থাকবে।

পরিচালক
খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিজ্ঞাপনের হার

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে সকল গ্রাহক, পাঠক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের জানাই শুভেচ্ছা। বিগত বছরগুলো আপনারা প্রতিবেশীকে যেভাবে সমর্থন, সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। প্রত্যাশা রাখি এ বছরও আপনাদের প্রচুর সমর্থন পাবো।

১. শেষ কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১২,০০০/- (বার হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
২. শেষ ইনার কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)
৩. প্রথম ইনার কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)
৪. ভিতরের সাদাকালো (যে কোন জায়গায়)		
ক) সাধারণ পূর্ণ পাতা	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
খ) সাধারণ অর্ধেক পাতা	=	৩,৫০০/- (তিন হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র)
গ) সাধারণ কোয়ার্টার পাতা	=	২,০০০/- (দুই হাজার টাকা মাত্র)
ঘ) প্রতি কলাম ইঞ্চি	=	৬০০/- (ছয়শত টাকা মাত্র)

যোগাযোগের ঠিকানা-
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন বিভাগ
(সকাল ৯টা-বিকাল ৫টা) অফিস চলাকালিন সময়ে : ৪৭১১৩৮৮৫/০১৭৯৮-৫১৩০৪২
wklypratibeshi@gmail.com

বিকাশ নম্বর : ০১৭৯৮-৫১৩০৪২

বর্ষ ৮৬ ❖ সংখ্যা - ০৪
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 04
Regd. No. DA-33
❖ 1 - 7 January, 2026, ১৮ - ২৪ মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

ছাপার জগতে এক অনন্য নাম

জেরী প্রিন্টিং প্রেস

হাইডেলবার্গ সর্ক (বাই কালার)
সাইজ = ১৯X২৫.৫ ইঞ্চি

হাইডেলবার্গ সর্ক
সাইজ = ২৩X৩৬ ইঞ্চি

হাইডেলবার্গ কর্ড ৬৪
সাইজ = ১৮X২৫.২৫ ইঞ্চি

জেরী প্রিন্টি প্রেস খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। জেরী প্রিন্টিং প্রেস একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল ছাপাখানা। সম্প্রতি জেরী প্রিন্টিং-এ সংযোজিত হয়েছে হাইডেলবার্গ সর্ক বাইকালার মেশিন। যা ছাপার কাজে আনবে দ্রুততা ও স্পষ্টতা। যাবতীয় মুদ্রণ কাজের জন্য ইতোমধ্যেই জেরী প্রিন্টিং প্রেস হয়ে উঠেছে আস্থার প্রতীক। তাই দেশ-বিদেশের বিভিন্ন মানুষ ছাপা করছে জেরী প্রিন্টিং-এ।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের অন্যতম আয় সৃষ্টিকারী বিভাগ হচ্ছে জেরী প্রিন্টিং প্রেস। মূলত এই আয় দিয়েই কেন্দ্রের অন্যান্য বিভাগের ভর্তুকী দেয়া হয়। এ প্রতিষ্ঠানের পুরো আয়ই সরাসরি মঙ্গলবাণী প্রচারে ব্যবহার করা হয়। তাই আপনাদের ছাপা কাজ যথাসময়ে পেতে এবং মঙ্গলবাণী প্রচারে সহায়তা করতে আপনাদের প্রতিষ্ঠান, স্কুল, সংঘ-সমিতি, ধর্মপল্লীর বিভিন্ন ছাপা কাজ জেরী প্রিন্টিং-এ করবেন বলে প্রত্যাশা রাখি।

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org